নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

‘আমার গ্রাম-আমার শহর’: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ

কর্মপরিকল্পনা

বাস্তবায়নে:

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

‘গ্রামের দিকে নজর দিতে হবে। কেননা গ্রামই সব উন্নয়নের মূলকেন্দ্র। গ্রামের উন্নয়ন আর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যখন বেগবান হবে তখন গোটা বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে সম্মুখপানে...’

জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

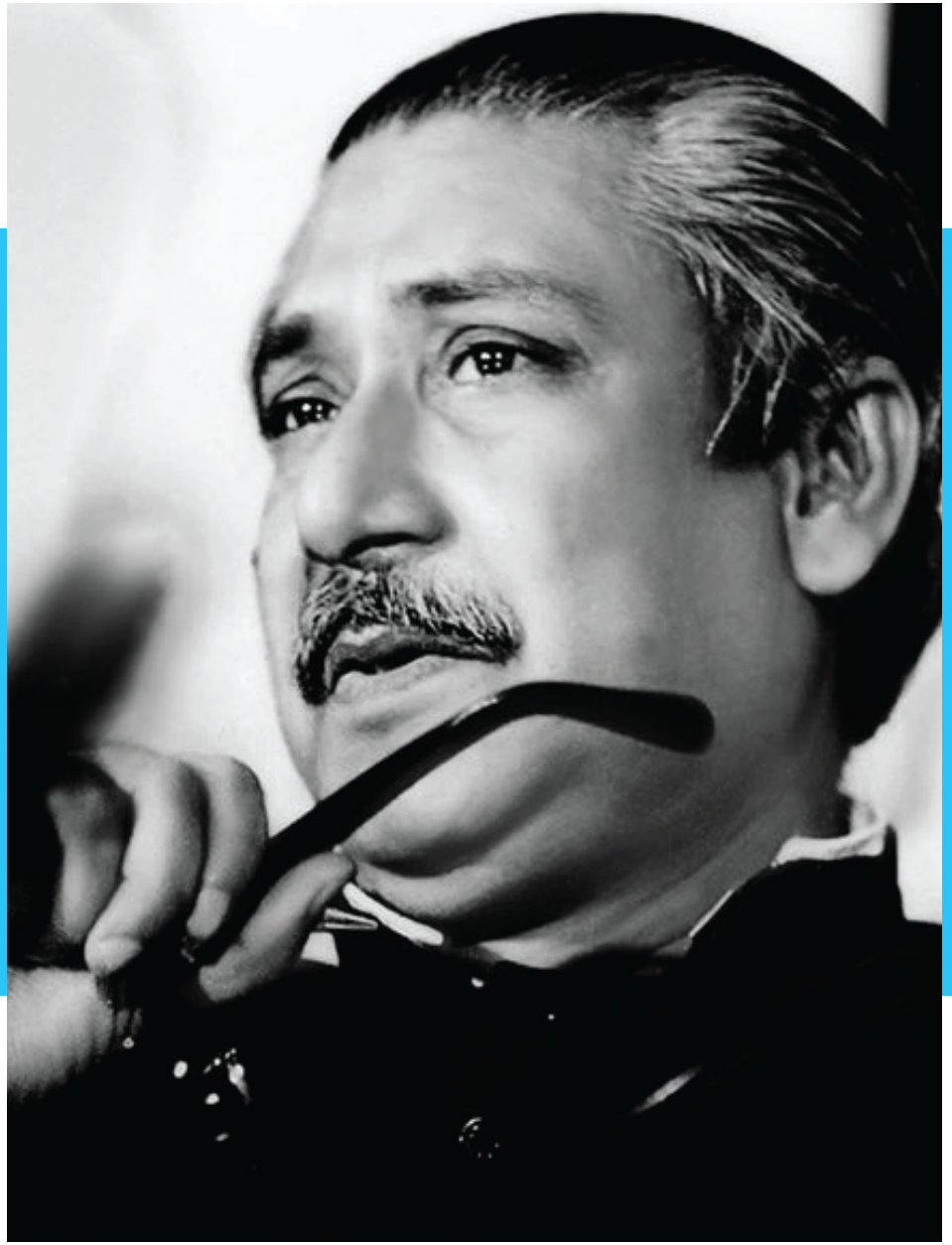

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ
‘আমার গ্রাম-আমার শহর’:
প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ
স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

প্রধান উপদেষ্টা
জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা
জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

জনাব সুশংকর চন্দ্র আচার্য্য
প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জনাব মোঃ সাইফুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

আহ্বায়ক, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি
ড. কাজী আনোয়ারুল হক
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ

সদস্যবৃন্দ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জনাব অমিতাভ সরকার
অতিরিক্ত সচিব (উপজেলা অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ
জনাব মুহম্মদ ইবরাহিম
অতিরিক্ত সচিব (পানি সরবরাহ অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ
জনাব মেজবাহ উদ্দিন
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ
জনাব আবু মোঃ মহিউদ্দিন কাদেরী
যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ
জনাব এ কে এম মিজানুর রহমান
উপসচিব (উন্নয়ন-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ
জনাব জেসমিন পারভীন
উপসচিব (উন্নয়ন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ

এলজিইডি
জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা, ডিজাইন ও গবেষণা), এলজিইডি
জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ খান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি
জনাব শফিকুল ইসলাম আকন্দ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি
জনাব শেখ মুজাক্কা জাহের
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও গবেষণা), এলজিইডি

ডিপিএইচই
জনাব তুষার মোহন সাধু খাঁ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
জনাব ফারহানা হোসাইন
নির্বাহী প্রকৌশলী (পরিকল্পনা), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

গবেষণা, সমন্বয় ও সম্পাদনা
জনাব আবুল মনজুর মোহাম্মদ সাদেক
নির্বাহী প্রকৌশলী (পরিকল্পনা), এলজিইডি

সম্পাদনা সহযোগী
জনাব খান মো. রবিউল আলম
মিডিয়া পরামর্শক, এলজিইডি

ডিজাইন ও মুদ্রণ
ইনফ্রা-রেড কমিউনিকেশন্স লি.

ফেব্রুয়ারি ২০২০

‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করে দেশের প্রতিটি গ্রামকে পরিকল্পিতভাবে সাজাতে হবে...’

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৭ ফাল্গুন ১৪২৬
২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাণী

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-এর 'আমার গ্রাম-আমার শহর' অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত এগার বছরে দেশের আর্থ-সামাজিক খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৯০৯ মার্কিন ডলার। দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের হার কমেছে। বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে সামিল হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। বিশ্ব পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের 'রোল মডেল' হিসেবে সমাদৃত।

'আমার গ্রাম-আমার শহর' হচ্ছে এমন একটি ধারণা যেখানে গ্রামের চিরন্তন অবয়ব অপরিবর্তিত রেখে নাগরিকদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে। গ্রাম ও নগরের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস পাবে। এরফলে মানুষের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা কমে যাবে।

জাতির পিতা প্রতিটি গ্রামকে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা 'আমার গ্রাম-আমার শহর' কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। দেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, উন্নত রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, খেলাধুলা, বিনোদনসহ সকল নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পান সে ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি।

মুজিববর্ষে গ্রাম-শহর নির্বিশেষে প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে যাবে। কম্যুনিটি ক্লিনিক স্থাপনের ফলে স্বাস্থ্যসেবা আজ জনগণের দোরগোড়ায়। গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা হবে। ছেলেমেয়েরা যাতে খেলাধুলার সুযোগ পায়, সুস্থ বিনোদনের সুযোগ পায় সেজন্য ইতোমধ্যে দেশের ১২৫টি উপজেলায় 'শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম' নির্মাণ করা হয়েছে। বাকী উপজেলাগুলোতেও শিগগিরই এ ধরণের স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে। উপজেলা পর্যায়ে শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিটি গ্রামকে স্থানীয় গ্রোথ সেন্টার, উপজেলা ও জেলা সদরের সঙ্গে সংযুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল সেবা প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত করা হচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ শীর্ষক নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রণীত সময়াবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা পথনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রণীত এ কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(শেখ হাসিনা এমপি)

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ ঘোষণায় 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ শীর্ষক এক যুগান্তকারী বিশেষ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করেন। এই অঙ্গীকার হলো উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথনকশা। অঙ্গীকারটিকে বাস্তবে রূপ দিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্মসূচিভিত্তিক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে, যা উন্নত বাংলাদেশ বির্নিমাণের শক্ত ভিত হিসেবে কাজ করছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ জনঅংশগ্রহণে কার্যকর স্থানীয় সরকার গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। দারিদ্র্য নিরসন, বৈষম্য হ্রাস এবং নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। জনগণের দোরগোড়ায় নাগরিক সেবা পৌঁছে দিতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। এক ছাদের নিচ থেকে জনগণ যাতে সকল সুবিধা পেতে পারে সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ভৌত অবকাঠামো ও পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন ও সেবা সহজীকরণে উদ্ভাবনকে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব পরিসরে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্যে আগামী একশ' বছরের ভাবনায় দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। শহরের সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রামের জনগণ যাতে ভোগ করতে পারে সেই লক্ষ্যে এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনার আওতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান, বিনোদন ও আর্থ-সামাজিক অবকাঠমো উন্নয়নসহ অন্যান্য সহায়ক বিষয়সমূহ অগ্রাধিকার পেয়েছে। এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে গ্রামে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, আয় বৃদ্ধি পাবে যা জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে। এর ফলে গ্রামের জনগণের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা কমে আসবে। প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা যথাযথভাবে সম্প্রসারিত হলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ এর মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে রূপান্তর সহজ হবে।

দক্ষ ও সেবামুখী প্রশাসন এবং টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন দর্শন হবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মূলভিত্তি। নির্বাচনী ইশতেহার 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ সম্পর্কিত এ বিশেষ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ দৃঢ় আস্থার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে।

'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

(মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি)

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-এর অধীন অঙ্গীকার 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ আওয়ামী লীগ সরকারের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির সনদ। 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' এ স্লোগানকে সামনে রেখে এ ইশতেহার প্রণীত হয়েছে। এর সফল বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ/দপ্তরকে ইশতেহারের আলোকে বাস্তবসম্মত ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ বেশ দক্ষতা ও সফলতার সঙ্গে এ কর্মপরিকল্পনাটি প্রণয়ন করেছে। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক সাধুবাদ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না নিয়ে উৎকুণ্ঠিত ছিলেন। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি ছিল জাতির পিতার রাজনৈতিক দর্শন। তিনি গ্রামের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে জীবনব্যাপী সংগ্রাম করেছেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। জাতির পিতার স্বপ্নের সারথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ অসম্পূর্ণ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে ঘোষিত ইশতেহারে 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ শীর্ষক তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন।

আমি মনে করি এ অঙ্গীকার হলো আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার মূলমন্ত্র। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নত বাংলাদেশ গড়ার যে প্রত্যয় এ অঙ্গীকার তার অংশ হিসেবে কাজ করবে। জাতি বিশ্বাস করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ-এ যুগান্তরকারী ঘোষণার সফল বাস্তবায়ন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। প্রতিবছর দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে। চাহিদার তুলনায় সম্পদের অপ্রতুলতা রয়েছে। সীমিত সম্পদ কাজে লাগিয়ে কীভাবে সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জন করা যায় সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। যততত্র বাড়ি-ঘর নির্মাণ বন্ধ করতে হবে। পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ শীর্ষক অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এ কর্মপরিকল্পনা উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে। প্রণীত এ পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের কার্যকর অংশীদারিত্ব আশা করছি।

০১/০২/২০২০

(স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি)

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' স্লোগানকে বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ ঘোষণা করেন। নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। পেশাদারি উৎকর্ষের সঙ্গে এ কর্মপরিকল্পনাটি প্রণয়ন করার জন্য আমি স্থানীয় সরকার বিভাগকে সাধুবাদ জানাই।

নির্বাচনী ইশতেহারে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষত 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ শীর্ষক যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে তার মূল তাৎপর্য হলো জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে অন্তর্ভুক্তিমূলক, সুষম ও সবার জন্য উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

গত এক দশকে বাংলাদেশ অগ্রগতির সকল সূচকে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার সকল শর্ত পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ইকোসক)-এর Committee for Development Policy (CDP) বাংলাদেশকে ২০১৮ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সুপারিশ করেছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতে এ অর্জন অব্যাহত থাকলে ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশের রূপকল্প জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। এ অভিলক্ষ্য অর্জনের পাশাপাশি জাতিসংঘ গৃহীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। যুগপৎভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে মেলবন্ধন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় সরকার বিভাগ নগর ও পল্লী অঞ্চলে ব্যাপক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখছে। এর ফলে খাদ্য, মৎস্য ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নাগরিক সেবার মানোন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ দক্ষতার সঙ্গে এসব কাজ বাস্তবায়ন করে চলেছে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লিখিত 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ- শীর্ষক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে তা পথনির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এ পরিকল্পনায় কর্মসূচিগুলো অন্তর্ভুক্ত, সংস্থাসমূহের মধ্যে কর্মদায়িত্ব বণ্টন ও সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

(ড. আহমদ কায়কাউস)

শুভেচ্ছা বার্তা

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-এর আওতায় 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ-শীর্ষক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পেরে আনন্দিত। নির্বাচনী ইশতেহার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গ্রাম উন্নয়ন ভাবনা এবং এ সংক্রান্ত অনুশাসনের আলোকে এ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশেষত কৃষি জমি, প্রতিবেশ ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য উপজেলাভিত্তিক মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা গুরুত্বের সঙ্গে কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ আয়োজিত জাতীয় কর্মশালার সুপারিশসমূহ এ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে প্রতিফলিত হয়েছে।

তৃণমূল মানুষের নাগরিক সেবা চাহিদা পূরণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকর ভূমিকা অনস্বীকার্য। গত এক দশকে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় দেশব্যাপী ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক সূচকে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ নির্বাচনী এ বিশেষ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বিষয়ভিত্তিক অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি উল্লেখযোগ্য। এসব পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে লক্ষ্যসমূহ বিন্যস্তকরণ সাপেক্ষে নির্বাচনী ইশতেহারের ৩.১০ 'আমার গ্রাম-আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ-এর সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছে।

এ কর্মপরিকল্পনা 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ শীর্ষক নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে। এ কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্দেশ্য স্থিরকরণ ও অর্জন, সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/সংস্থার দায়িত্ব, সময়সীমা এবং বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা প্রণয়নে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে প্রতিটি গ্রামে শহরের সুবিধা পৌঁছে দিতে যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা, উদ্ভাবনী চিন্তা-চেতনা এবং পেশাগত উৎকর্ষ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সকল কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়, তদারকি ও কাজের গুণগত মান অর্জনে সকলকে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে

আমি বিশ্বাস করি এ নির্বাচনী অঙ্গীকারের যথাযথ বাস্তবায়ন উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

(হেলালুদ্দীন আহমদ)

উন্নত রাস্তাঘাট, যোগাযোগ, সুপেয় পানি, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ও সুচিকিৎসা, মানসম্পন্ন শিক্ষা, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি, কম্পিউটার ও দ্রুতগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ মানসম্পন্ন ভোগ্যপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামকে আধুনিক শহরের সকল সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮; ৩.১০

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮

‘আমার গ্রাম-আমার শহর’: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ

পটভূমি

আশির দশকের ৬৮ হাজার গ্রামের বাংলাদেশে এখন প্রায় ৮৭ হাজার গ্রাম। গ্রাম অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের বাতিঘর। দেশের খাদ্য, পুষ্টি এবং কর্মক্ষম জনশক্তির প্রধান উৎস। পরিবেশ এবং প্রকৃতির আধার। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের উন্নত দেশ গড়ার ভিশন বাস্তবায়নের নিরিখে গ্রাম হলো কাজ করার বড় ক্ষেত্র যেখানে একটি পরিকল্পিত পরিবর্তন আনার সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়ন ভাবনা স্বাধীনতার অন্যতম চালিকাশক্তি। গ্রামকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির মূলকেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করতেন। **বঙ্গবন্ধু স্বাধীন দেশের সংবিধানের ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদে নগর ও গ্রামের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর**

করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে অঙ্গীকার যুক্ত করেছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রণীত রূপকল্পে দেশের সব গ্রাম হবে পরিকল্পিত, সাজানো। জীববৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুণ্ন রেখে গ্রামে নাগরিক সুবিধাসমূহ সম্প্রসারণ করতে হবে। গ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদ, অবকাঠামোগত সম্পদ আর মানবসম্পদের সুষ্ঠু সমন্বিত ব্যবহারে গ্রাম হবে প্রাচুর্যময়, দারিদ্র্যমুক্ত, জলবায়ু পরিবর্তনে সহনশীল, টেকসই এবং গতিশীল অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু।

গ্রাম উন্নয়নে ২০০৯ সাল থেকে সরকারের দুই মেয়াদে বহুমাত্রিক উদ্যোগ; যেমন- গ্রামীণ অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম, শিক্ষা সম্প্রসারণ, কৃষি ও অকৃষি খাতে দক্ষ জনবল বাড়াতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ, গ্রামাঞ্চলে আর্থিক সেবাখাতের পরিধি বিস্তার, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, বিদ্যুতায়ন গ্রামোন্নয়ন প্রয়াসকে ত্বরান্বিত করেছে। অধিকন্তু, সরকারের বিভিন্ন সমন্বিত উদ্যোগে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি এসেছে। কৃষি ও অকৃষি উভয় ক্ষেত্রে গ্রামীণ কর্মপরিধি বহুগুণ সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলে গ্রামীণ পরিবারের আয় ও কর্মসংস্থানসহ জিডিপিতে পল্লী অঞ্চলের অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সাফল্য ও অর্জনের উপর ভিত্তি করে সংবিধানে বর্ণিত "গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর" বাধ্যতামূলক নির্দেশনাটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ-এর বিশেষ অঙ্গীকার হিসেবে ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকৃতঅর্থে, এ ইশতেহার উন্নত দেশ গঠনের প্রায়োগিক দর্শন, যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তর সম্ভব। নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম বিশেষ অঙ্গীকার 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ-এর অঙ্গীকারে উন্নত রাস্তাঘাট, যোগাযোগ, সুপেয় পানি, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ও সুচিকিৎসা, মানসম্মত শিক্ষা, উন্নত কৃষি, গৃহায়ন, পানি নিষ্কাশন, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি, কম্পিউটার ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ মানসম্পন্ন ভোগ্যপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে আধুনিক শহরের সকল সুবিধাদি সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি অন্যান্য অঙ্গীকারে গ্রাম সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতিসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

২০২১ সালে মধ্যম আয়ে প্রবেশ, ২০৩০ সালে এসডিজি বাস্তবায়ন উদ্‌যাপন, ২০৪১ সালে উন্নত দেশে রূপান্তর এবং ২০৭১ সালে সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখর আরোহণের মধ্য দিয়ে সোনার বাংলায় পরিণত হবে বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাপী চলমান জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাতের কারণে উন্নয়ন অভিযাত্রা যেন থমকে না যায়, এ লক্ষ্যে ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ অনুসরণ করে অগ্রসর হবে বাংলাদেশ। এ উন্নয়ন অভিযাত্রায় নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ উন্নত দেশ গঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। নির্বাচনী ইশতেহার যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে জিডিপি বৃদ্ধির সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং ধারাবাহিকভাবে গ্রামীণ জনগণের জন্য আধুনিক নাগরিক সুবিধাসমূহ সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে

এতে মোট চার ধরনের সমন্বিত কার্যক্রম রয়েছে। এ কার্যক্রমগুলো হলো: অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষিব্যবস্থার উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ রক্ষা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা। এ বিস্তৃত কার্যক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগসহ কার্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রায় চৌদ্দটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বিশটি দপ্তর/সংস্থাসহ দেশব্যাপী উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের সম্পৃক্ততা রয়েছে।

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮'তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জন্য স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করেছেন। ২০২১ সালে মধ্যম আয়ে প্রবেশ, ২০৩০ সালে এসডিজি বাস্তবায়ন, ২০৪১ সালে উন্নত দেশে রূপান্তর এবং ২০৭১ সালে সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখর আরোহণের মধ্য দিয়ে সোনার

বাংলায় পরিণত হবে বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাপী চলমান জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে উন্নয়ন অভিযাত্রা যেন থমকে না যায়, এ জন্য ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ অনুসরণ করে অগ্রসর হবে বাংলাদেশ। এ উন্নয়ন অভিযাত্রায় নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ উন্নত দেশ গঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। নির্বাচনী ইশতেহারের যথাযথ বাস্তবায়ন দেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধির সহায়ক হবে এবং ধারাবাহিকভাবে জনগণের নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি করে দেশে উন্নত দেশের সুবিধাসমূহ সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখবে। এ লক্ষ্যসমূহ অর্জনে ধারাবাহিক, টেকসই জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। নির্বাচনী ইশতেহারে ২০২৫ সালের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং তা ২০৪১ সাল পর্যন্ত শতকরা ১০.৫ ভাগ প্রবৃদ্ধিতে ধরে রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। এ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং তা ধরে রাখতে হলে, জিডিপিতে শিল্প, নগরের পাশাপাশি পল্লীর হিস্যা বাড়াতে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রতিটি গ্রামের প্রতিবেশ ও পরিবেশ সুরক্ষা করে নগর সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ না করে চলমান প্রকল্পসমূহ নির্বাচনী ইশতেহারের মূল ভাবনার সঙ্গে সমন্বয়, প্রয়োজনে সম্প্রসারণ করে দেশব্যাপী উন্নত রাস্তাঘাট-যোগাযোগ, উন্নত হাটবাজার, পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণ করা এবং নির্বাচনী ইশতেহারে নতুন ধারণাসমূহ বাস্তবায়নে পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

১৭ মার্চ ২০২০ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য বছরটি এক মাইলফলক। নির্বাচনী অঙ্গীকার ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ বাস্তবায়ন কাজের সূচনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার পথে আরেকটি মাইলফলক। স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রণীত ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ শীর্ষক এ কর্মপরিকল্পনা এ দুই মাইলফলকের মেলবন্ধন

বাংলাদেশের গ্রামসমূহ বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। গ্রামের জনসংখ্যাও একরকম নয়। কোন গ্রামে জনসংখ্যা নব্বই, আবার কোন গ্রামে নয় হাজার। এ ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ গ্রামগুলিতে নাগরিক সুবিধাসমূহ সম্প্রসারণে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এ চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সৃজনশীল এবং বাস্তবানুগ ধারণার জন্য ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ একটি জাতীয় কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এ কর্মশালায় বিষয় সংশ্লিষ্ট গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, উন্নয়নকর্মী, এনজিও, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং সংস্থাসমূহের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনায় মূল্যযোগসহ সৃজনশীল এবং সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের ধারণা দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা, সংস্থাসমূহের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা এবং জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত ধারণাসমূহের আলোকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সৃজনশীল কর্মপন্থা উদ্ভাবন করে এ সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৭ মার্চ ২০২০ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য বছরটি এক মাইলফলক। নির্বাচনী অঙ্গীকার ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ বাস্তবায়ন কাজের সূচনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার পথে আরেকটি মাইলফলক। স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রণীত ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ শীর্ষক এ কর্মপরিকল্পনা এ দুই মাইলফলকের মেলবন্ধন।

কর্মপরিকল্পনার মৌলিক উপাদানসমূহ

উচ্চ প্রবৃদ্ধি-কর্মসংস্থান সহায়ক অবকাঠামো

আর্থ-সামাজিক ও মানব উন্নয়ন সহায়ক অবকাঠামো

আত্মনির্ভরশীল কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি

গবেষণা/সমীক্ষার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমন্বয়ের মাধ্যমে মূল্যযোগ

কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিসমূহ

গবেষণা ও সমজাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন থেকে শিক্ষা লাভ

সংস্থাসমূহের নিজস্ব গবেষণা/ সমীক্ষা

নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা

সমজাতীয় প্রকল্প/ কর্মসূচি বাস্তবায়ন থেকে শিক্ষা লাভ

অংশীজনদের মতামত

সংস্থা/ বিভাগ/ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ
বিষয় সংশ্লিষ্ট অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণ
গবেষণা প্রতিষ্ঠান
বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ
পেশাজীবী ইনস্টিটিউট (ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স, ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস, ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স, বাংলাদেশ)
বিষয় সংশ্লিষ্ট এনজিওসমূহ

সাজুয্যকরণ ও সমন্বয়

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এসডিজি

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০

অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ সংস্থার কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে মূল্যযোগ

কর্মপরিকল্পনায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ

'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ- বিশেষ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের কার্যক্ষেত্র ব্যাপক ও বিস্তৃত। এতে উন্নত রাস্তাঘাট, যোগাযোগ, সুপেয় পানি, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা, সুচিকিৎসা, মানসম্পন্ন শিক্ষা, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি, কম্পিউটার ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ মানসম্পন্ন ভোগ্যপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে আধুনিক শহরের সকল সুবিধাদি সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এ বিস্তৃত কার্যক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট প্রায় চৌদ্দটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বিশটি দপ্তর সংস্থাসহ সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের সম্পৃক্ততা রয়েছে।

এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের কার্যাদিভুক্ত (ক) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিকল্পনা (গ্রামীণ যোগাযোগ, গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার, গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কমিউনিটি স্পেস ও বিনোদন ব্যবস্থা ও উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান), (খ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং (গ) অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার সাথে সমন্বয় কার্যক্রম অর্ন্তভুক্ত করে স্থানীয় সরকার বিভাগের এ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ : প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণ জাতীয় কর্মশালা ২০১৯

‘আমার গ্রাম-আমার শহর’: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। উক্ত চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ ও গবেষণার প্রয়োজন হবে। এ বিষয়সমূহ নিয়ে অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়ের জন্য বিগত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ- বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে একটি জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ জাতীয় কর্মশালায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন বিভাগের সচিব, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী, ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ছয়টি পৃথক কর্মঅধিবেশনে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে দেশের বিশিষ্ট গবেষকবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত অধ্যাপকবৃন্দ, সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ কর্মশালায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট ছয়টি ক্ষেত্রে (গ্রামীণ যোগাযোগ, গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার, গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কমিউনিটি স্পেস ও বিনোদন ব্যবস্থা ও উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান) বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সৃজনশীল কর্মপন্থা নির্ধারণের ধারণা পাওয়া যায়। এ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে কর্মশালার সুপারিশ ও ধারণাসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনটি পর্যায় রয়েছে। নীতি নির্ধারণ/গাইডলাইন প্রণয়ন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গবেষণা ও সমীক্ষার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়ন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামের আকার, জনসংখ্যা এবং ভূ-প্রকৃতিগত অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত বিবেচনায় টেকসই অবকাঠামো নির্মাণেরও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এসব বৈচিত্র্য, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কার্যকর, টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন এবং নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন গবেষণা/সমীক্ষার প্রস্তাব করা হয়েছে

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের পথপরিক্রমায় ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়ন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ প্রণয়নে এসডিজির সাথে সম্পৃক্ততাসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে। দেশব্যাপী ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ অঙ্গীকার বাস্তবায়ন একটি বিশেষায়িত ও ব্যাপক কার্যক্রম বিষয়। ভৌগলিক বৈচিত্র্যের দেশ বাংলাদেশে হাওর, পাহাড়, বিল, উপকূল ও বরেন্দ্রভূমি অঞ্চল রয়েছে। এসব পরিবেশগত স্পর্শকাতর অঞ্চলের টেকসই উন্নয়নে এসডিজির বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সমন্বয় এবং ঝুঁকিসমূহ বিবেচনা করে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)

২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিপরীতে স্থানীয় সরকার বিভাগের গৃহীত অনেকগুলো লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে কিছু লক্ষ্য অর্জন এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিষয়সমূহ পুনর্বিবেচনা এবং প্রযোজ্য লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০

ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশ অনন্য। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর নিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ। হিমালয় অববাহিকাসহ পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদী বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ দেশ।

এছাড়া বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশে অনেক তীব্র, যা দুর্যোগের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রতিটি দুর্যোগ মধ্যম আয় থেকে উচ্চ আয়ের দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়। বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুঁকি যেন বাধা সৃষ্টি করতে না পারে, এ লক্ষ্যে সরকার 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে কাজ শুরু করেছে।

'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০'-এ ছয়টি হটস্পট চিহ্নিত করা হয়েছে এবং হটস্পটে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় অভিযোজনের বিভিন্ন উপায় সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছয়টি হটস্পট হলো- হাওর ও জলাভূমি, উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্রভূমি, বৃহৎ নদী ও মোহনা, নগরাঞ্চল এবং পার্বত্যাঞ্চল। এ কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে প্রযোজ্য অংশে ডেল্টা প্ল্যান ২১০০-এর সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে।

কর্মপরিকল্পনার মূলভিত্তিসমূহ

উক্ত কর্মপরিকল্পনার মূলভিত্তিসমূহ নিম্নরূপ:

- **প্রবৃদ্ধি সহায়ক অবকাঠামো :** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-এর অন্যতম লক্ষ্য হলো ২০২৫ সালের মধ্যে দশ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং তা টেকসই করা। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৩ সাল মেয়াদী কর্মপরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধি সহায়ক পল্লী অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে যা জিডিপিতে পল্লী অঞ্চলের হিস্যা এবং কর্মসংস্থান বাড়াতে সাহায্য করবে। একই সঙ্গে আর্থ-সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যা সার্বিক মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়ক হবে ।
- **গবেষণায় গুরুত্ব :** এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনটি পর্যায় রয়েছে। নীতি নির্ধারণ/গাইডলাইন প্রণয়ন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গবেষণা ও সমীক্ষার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়ন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামসমূহের আকার, জনসংখ্যা এবং ভূ-প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত বিবেচনায় টেকসই অবকাঠামো নির্মাণেও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এসব বৈচিত্র্য ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কার্যকর, টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন এবং নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণা/সমীক্ষার প্রস্তাব করা হয়েছে ।
- **সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে মূল্যযোগ:** প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, এক্সসেস টু ইনফরমেশন, গভর্ন্যান্স এন্ড ইনোভেশন ইউনিট এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় করে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে কর্মপরিকল্পনায় মূল্যযোগ হয়েছে। যেমন: জেলা ব্র্যান্ডিং (এক জেলা এক পণ্য), ই-কমার্সভিত্তিক একশপ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজারের কর্মপরিকল্পনায় সংযুক্ত করা হয়েছে যাতে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারের বিনিয়োগের সুফল সহজে আরো বেশি সম্প্রসারণ করা যায়।

গ্রামীণ যোগাযোগ

মধ্যম আয়ের অর্থনীতির উপযোগী এবং জলবায়ু অভিঘাতসহিষ্ণু গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক নির্মাণ কর্মপরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য

পটভূমি

গ্রামীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় এগিয়ে। দেশে উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক, গ্রাম সড়কসহ মোট ১,১৬,৩১৯ কিলোমিটার পাকা সড়ক রয়েছে। এ সড়ক নেটওয়ার্কের একটি বড় অংশ সরাসরি গ্রামের ভেতর দিয়ে গেছে। আবার, গ্রামীণ সড়কের মধ্যে উপজেলা সড়কের শতকরা ৮৯ ভাগ এবং ইউনিয়ন সড়কের শতকরা ৬৮ ভাগ পাকা হওয়ায় গ্রামীণ যোগাযোগের একটি কার্যকর ও উন্নত নেটওয়ার্ক ইতোমধ্যে স্থাপিত হয়েছে।

গ্রামীণ যোগাযোগের বৈশ্বিক ধরন: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) তে গ্রামীণ যোগাযোগের বৈশ্বিক ধরন নির্ধারণ করার জন্য এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৯.১-এ রুরাল এক্সসেস ইনডেক্স (আরএআই) সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। রুরাল এক্সসেস ইনডেক্স হলো "সকল মৌসুমে চলাচলের উপযোগী সড়কের দুই কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী শতকরা গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত"। এসডিজির এই সূচকের রিপোর্টিং সংস্থা হিসেবে ২০১৭ সালে এলজিইডি দেশব্যাপী জরিপের মাধ্যমে এ সূচকের মান নির্ধারণ করেছে যা শতকরা ৮৪ ভাগ। এ জরিপে সড়ক যোগাযোগবিহীন গ্রামসমূহের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, দেশের ৮৭,২১০টি গ্রামের মধ্যে প্রায় ৭০,০০০ গ্রামে বা গ্রামের কাছাকাছি ইতিমধ্যে পাকা সড়ক যোগাযোগ রয়েছে। পাকা সড়ক যোগাযোগের আওতায় নেই, এ ধরনের প্রায় ১৬,০০০ গ্রামের মধ্যে অধিকাংশ গ্রাম হাওর, চর কিংবা পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত।

নিম্নোক্ত তথ্যচিত্র, এসডিজি সূচকের তথ্য থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রাম বা গ্রামের কাছাকাছি পর্যন্ত পাকা সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হলেও গ্রামের ভেতরে এখনও প্রায় ২,৩৬,০০০ কি.মি. সড়ক কাঁচা রয়েছে। এলজিইডির চলমান সক্ষমতা অনুযায়ী প্রতিবছর প্রায় ৬,০০০ কি.মি. সড়ক পাকা করা হচ্ছে। কাজেই, ডাটাবেসের সকল সড়ক পাকা করা সময় সাপেক্ষ কার্যক্রম।

গ্রামপর্যায়ে সড়ক সংযোগের ধরন

নগরে আমরা বাড়ি বাড়ি সড়ক সংযোগ দেই। নগরে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি, তাই জনপ্রতি সড়ক নির্মাণ ব্যয় গ্রামের তুলনায় কম। গ্রামে বিচ্ছিন্ন জনবসতি, তাই সড়ক সংযোগের জনপ্রতি ব্যয় বেশি। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান কাঁচা গ্রামীণ সড়কের পরিমাণ, বাজেটপ্রাপ্তি, রক্ষণাবেক্ষণ চাহিদা, সক্ষমতা এসব বিবেচনায় গ্রামে বাড়ি বাড়ি সড়ক সংযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। এসডিজি সূচকেও বাড়ি বাড়ি সড়ক সংযোগের উল্লেখ নেই। তাহলে, প্রশ্ন উঠতে পারে, বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে সংযোগের ধরন কি হবে? বাংলাদেশের গ্রামগুলোর আকার বিচিত্র। গোলাকার, সরল রৈখিক, বর্গাকৃতি, স্প্রটেড, গুচ্ছাকার, জিগজ্যাগ ও অনিয়মিত অনেক আকৃতির গ্রাম বাংলাদেশে দেখা যায়। জনসংখ্যার দিক থেকে বিবেচনা করলে দেশে নব্বই জনসংখ্যার গ্রাম যেমন আছে, তেমনি নয় হাজার জনসংখ্যার গ্রামও আছে। কাজেই, গ্রামের কেন্দ্রস্থল কিংবা কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান পর্যন্ত সংযোগ, এ ধরনের ঐক্যমতে আসা সহজ নয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগের ধরন বিশ্লেষণ করে, গ্রাম পর্যন্ত সড়ক, গ্রামের অভ্যন্তরীণ সড়ক এসব বিবেচনায় সড়কের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ ইউনিয়ন সড়ক, গ্রাম সড়ক-টাইপ-এ ও টাইপ-বি নির্ধারণ করা হয়েছে। সড়ক ডাটাবেসে সড়কের কারিগরি এবং আর্থ-সামাজিক তথ্যও রয়েছে। এসব তথ্য বিশ্লেষণ করে

গ্রামীণ সড়ক: শ্রেণিবিভাগ ও মোট দৈর্ঘ্য

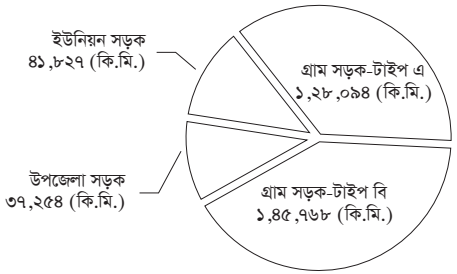

গ্রামীণ সড়ক: শ্রেণিবিভাগ এবং উন্নয়নের শতকরা হার

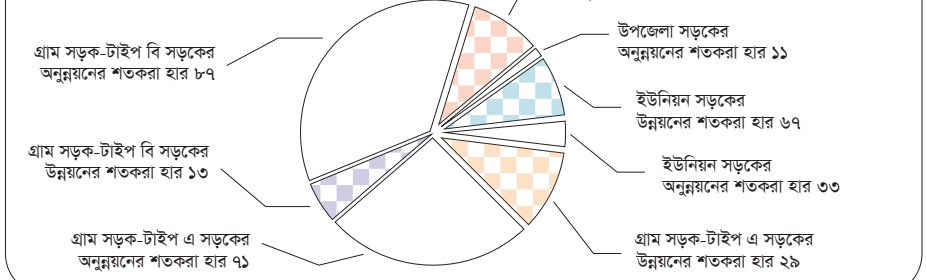

উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য অনেকগুলো বিকল্প কর্মসূচি হতে পারে। সেই সব কর্মসূচি বেছে নিতে হবে যেগুলোর সাহায্যে দারিদ্র্য দূর করা যাবে। সাধারণভাবে বলা যায়, প্রবৃদ্ধির যেসব উপাদান গ্রামীণ অর্থনীতি ও শহর-গ্রাম নির্বিশেষে দরিদ্র ও ক্ষুদে উৎপাদকের উপর শুভ প্রভাব ফেলতে পারে এমন বিষয়গুলোর ওপর জোর দিতে হবে। এক্ষেত্রে গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামোর সম্প্রসারণ হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবে লক্ষ্য রাখা দরকার, যোগাযোগ অবকাঠামোর বিকাশ যাতে করে পরিবেশ-বিধ্বংসী হয়ে না দাঁড়ায়। এসব কর্মসূচির উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ ঘটলে কৃষি ও অকৃষি খাতে নিয়োজিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় ও কর্মসংস্থান বাড়বে।

সূত্র: দারিদ্র্য দূরীকরণ: কিছু চিন্তাভাবনা; শেখ হাসিনা; আগামী প্রকাশনী (২০১৫)

অর্থনৈতিক উপযোগিতা সম্পন্ন সড়ক নির্মাণ করা হলে তা উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন ত্বরান্বিত করবে। অর্জিত প্রবৃদ্ধির অর্থে পরবর্তী অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সড়কসমূহ নির্মাণ করা সম্ভব হবে। এ কৌশল 'আমার গ্রাম-আমার শহর' অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আরো বেশি অর্থ যোগানে সহায়ক হবে।

আর্থ-সামাজিকভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহ ধারাবাহিকভাবে উন্নয়ন করা হলে পর্যায়ক্রমে অধিকসংখ্যক গ্রামীণ জনগোষ্ঠী নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত কার্যকরভাবে সড়ক সুবিধা পাবে।

মধ্যম আয়ের অবকাঠামো: রুরাল এক্সসেস থেকে রুরাল ট্রান্সপোর্ট

বাংলাদেশে মূলত আশির দশক থেকে পল্লী যোগাযোগ উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। জনবহুল বাংলাদেশে পল্লী যোগাযোগের ক্ষেত্রে পল্লীতে প্রবেশগম্যতা/এক্সসেস প্রদানকে গুরুত্ব দিয়ে কম খরচ ও কমসময়ের মধ্যে বেশি গ্রামে সংযোগ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। প্রতিটি দেশে সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এবং ব্যয়বহুল খাত হলো জমি অধিগ্রহণ। বাংলাদেশে জনগণকে সামাজিকভাবে অনুপ্রাণিত করে জমি অধিগ্রহণ ছাড়াই দানকৃত জমিতে দেশব্যাপী গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এতে সড়কের জ্যামিতিক স্ট্যান্ডার্ড এবং অন্যান্য মান কম গুরুত্ব পেয়ে স্বল্পসময়ে এবং স্বল্পব্যয়ে সড়ক নির্মাণ অধিক গুরুত্ব পায়। এভাবে বিগত তিন দশকে দেশে পল্লী সড়কের বিরাট সম্প্রসারণ হয়েছে। এর প্রভাবে গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির পরিসর যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি গ্রামে অকৃষি অর্থনীতির বিশাল সম্প্রসারণসহ মাঝারি ছোট শিল্পের বিকাশ হচ্ছে। কর্মসংস্থান বেড়েছে এবং উল্লেখযোগ্যভাবে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। দেশ এখন নিম্নমধ্যম আয় থেকে মধ্যম আয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ককে মধ্যম আয়ের অর্থনীতির উপযোগী করে উন্নীত করা প্রয়োজন। গ্রামীণ সড়ক নির্মাণে/পুনর্নির্মাণে রুরাল এক্সসেস থেকে রুরাল ট্রান্সপোর্ট ধারণা অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

গ্রামে কৃষি অর্থনীতির পাশাপাশি অকৃষি অর্থনীতির বিশাল সম্প্রসারণসহ মাঝারি ও ছোট শিল্পের বিকাশ হচ্ছে। কর্মসংস্থান বেড়েছে এবং উল্লেখযোগ্যভাবে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। দেশ এখন নিম্নমধ্যম আয় থেকে মধ্যম আয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ককে মধ্যম আয়ের অর্থনীতির উপযোগী করে উন্নীত করা প্রয়োজন

সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা এবং অর্থায়ন

গ্রামীণ সড়কের বিদ্যমান পাকা নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য প্রায় ১,১৬,৩১৯ কিলোমিটার। উন্নয়নশীল যেকোন দেশের তুলনায় এ নেটওয়ার্ক যথেষ্ট বিস্তৃত। এর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ না করা গেলে জনগণের জীবনমান এবং গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর সরাসরি প্রভাব পড়বে। দেশে গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণের বহুবিধ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এসব যথাযথভাবে বিবেচনা করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা বাড়ানোসহ প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ করা না গেলে গ্রামাঞ্চলে টেকসই সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে না। এসব চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে উল্ল্যেখযোগ্য হলো -

- সড়কে ভারী যানবাহন চলাচলের কারণে ক্ষতি;
- সড়ক পার্শ্বস্থ জমিতে মাছ চাষের পুকুর খনন করে সড়ক বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত করা;
- সড়ক বাঁধ কেটে জমির পরিমাণ বাড়ানো;
- প্রয়োজনীয় জমি এখন না পাওয়া; এবং
- সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ।

দেশের সড়ক উন্নয়নে বরাদ্দ বাড়লেও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে আনুপাতিকহারে বরাদ্দ বাড়ছে না। প্রতিবছর যে বরাদ্দ বাড়ছে, তাতে মূল্যস্ফীতির সংকুলান হচ্ছে কিন্তু নেটওয়ার্কে নতুন যোগকৃত সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ করা যাচ্ছে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে, ক্রমবর্ধমান সড়ক নেটওয়ার্ক বিবেচনায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন।

রক্ষণাবেক্ষণ বরাদ্দ বাড়ানোর প্রচেষ্টার পাশাপাশি এলজিইডি আধুনিক তথ্যনির্ভর সড়ক ও সেতু

রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হচ্ছে যাতে প্রাপ্ত অর্থের নায্য ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ও অন্যান্য অভিঘাতসহিষ্ণু টেকসই সড়ক নির্মাণ

টেকসই সড়ক নির্মাণে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এর মধ্যে গ্রামীণ সড়কে ভারী যানবাহন চলাচল অন্যতম। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সড়ক ডিজাইন উন্নীতকরণসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততায় পৃথক কর্মসূচি গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অতিবৃষ্টি, বন্যা এবং দুর্যোগের ঝুঁকি বাড়ছে। এখন প্রায় প্রতিবছর বন্যার ফলে গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশেষভাবে বন্যাপ্রবণ জেলায় প্রতিবছর ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ প্রাকৃতিকভাবেই বন্যা অববাহিকায় অবস্থিত। বন্যাপ্রবণ জেলা/উপজেলায় সড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ বন্যা-জলাবদ্ধতার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। জনস্বার্থে সড়ক নির্মাণ করা হলেও এতে অনেক ক্ষেত্রে সড়ক টেকসই হচ্ছে না। নির্বাচনী ইশতেহারে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ অনুসরণের নির্দেশনা রয়েছে। এসব এলাকায় অপরিকল্পিত সড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ বন্ধ করে শুধুমাত্র পরিকল্পিত, জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ও অন্যান্য অভিঘাতসহিষ্ণু সড়ক অবকাঠামো নির্মাণে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। এর পাশাপাশি বন্যা, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সড়কসমূহ পুনর্নির্মাণ সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন এর ধারণা অনুযায়ী বিল্ড-ব্যাক-বেটার পদ্ধতি অনুসরণ করে পুনর্নির্মাণ করা প্রয়োজন।

নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ: মোবাইল মেইনটেন্যান্স

পল্লী সড়ক নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণে এখন দুটি বড় চ্যালেঞ্জ। একটি ভারী যানবাহন, অন্যটি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অতিবৃষ্টি। এ সব চ্যালেঞ্জের কারণে সড়ক নেটওয়ার্ক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু এর বিপরীতে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ চাহিদা-অর্থ যোগান বিবেচনায় প্রতি চার বছরে মাত্র একবার নির্দিষ্ট সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভপর হচ্ছে।

সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়। সড়কের ছোট ক্ষতিসমূহ অল্পসময়ের মধ্যে মেরামত করা না হলে তা বড় হয়ে সড়ককে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ অবস্থায় টেকসই সড়ক নেটওয়ার্ক রক্ষা করার জন্য মোবাইল মেইনটেন্যান্স কার্যক্রমকে আরো কার্যকর ও জোরদার করা হবে।

পল্লী সড়কে পরিকল্পিত বিনিয়োগ-অধিকতর কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধি

প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিপুল অর্থ একটি অংশ পল্লী সড়ক নির্মাণে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এ বিনিয়োগের প্রভাব বহুবিধ। কর্মসংস্থান বাড়ছে, কৃষি-অকৃষি অর্থনীতির আকার বাড়ছে। দারিদ্র্য কমছে। তবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দশ শতাংশে উন্নীত করা এবং তা ধরে রাখতে হলে এ বিনিয়োগের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। গ্রামীণ সড়কে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উপযোগিতা সম্পন্ন সড়ক নির্মাণ করা হলে তা উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন ত্বরান্বিত করবে। অর্জিত প্রবৃদ্ধির অর্থে পরবর্তীতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সড়কসমূহ নির্মাণ করা সম্ভব হবে। এ কৌশল 'আমার গ্রাম-আমার শহর' অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আরো বেশি অর্থ যোগানে সহায়ক হবে।

গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ: টেকসই উন্নয়ন ও উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের কর্মকৌশল

মধ্যম আয়ের অর্থনীতির উপযোগী দেশব্যাপী জলবায়ু, দুর্যোগ ও অভিঘাতসহনশীল কোর সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন

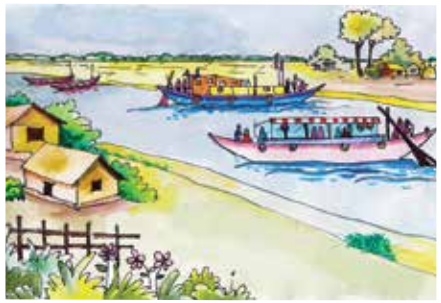

হাওর, বিল, পার্বত্যঅঞ্চলের জন্য মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট উন্নয়ন

অধিকতর অর্থনৈতিক উপযোগিতা সম্পন্ন সড়ক নির্মাণ এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন ত্বরান্বিতকরণ

নতুন সড়ক নির্মাণ ও মান উন্নীতকরণে কৃষিজমি সুরক্ষা এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

গ্রামীণ সড়ক ও সেতু: পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকৌশল

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্তকরণ

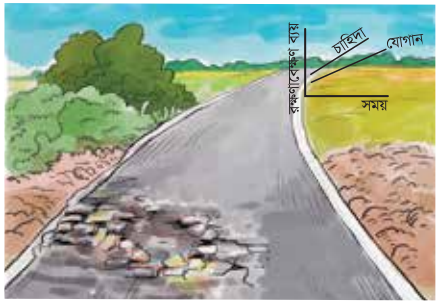

রক্ষণাবেক্ষণ চাহিদা অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ

আধুনিক তথ্যনির্ভর সেতু/কার্লভাট রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা

বন্যা, দুর্যোগে বিল্ড-ব্যাক-বেটার পদ্ধতিতে পুনর্নির্মাণ

মোবাইল মেইনটেন্যান্স কার্যক্রমের মাধ্যমে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ

গ্রামীণ যোগাযোগ: কর্মপরিকল্পনা
মেয়াদ : ২০২০-২০২৩

লক্ষ্য:

১. দেশব্যাপী প্রতিটি গ্রাম পর্যন্ত কোর রোড নেটওয়ার্ক চিহ্নিতকরণ এবং দুর্যোগ সহনশীল ১৫,৭০০ কিলোমিটার সড়ক আপগ্রেডেশন;

২. প্রতিটি গ্রামে উন্নত যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ৩২,৮০০ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে রুরাল এক্সেস ইনডেক্স (এসডিজি সূচক ৯.১.১) শতকরা ৮৪ ভাগ হতে শতকরা নূন্যতম ৮৮ ভাগে উন্নীতকরণ;

৩. উপরোক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নে ১,৬৫,০০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট উন্নয়ন।

গ্রামীণ যোগাযোগ: নীতি নির্ধারণ ও গাইডলাইন প্রণয়ন

ক্র.নং	প্রস্তাবিত নীতি/গাইডলাইন প্রণয়ন কার্যক্রম	সংশ্লিষ্টতা	নীতি/গাইডলাইনের উৎস	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	সময়সীমা
১.	২০৩০ সাল পর্যন্ত সমতলে ৩০০ এবং পাহাড়ে ১০০ জনসংখ্যার অধিক পাড়া/ বসতিসমূহে সংযোগ স্থাপনের অগ্রাধিকার সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ (৩.১০) এসডিজি ৯.১.১ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	এলজিইডির প্রকল্প বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা 'আমার গ্রাম-আমার শহর': জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ	স্থানীয় সরকার বিভাগ এলজিইডি	ফেব্রুয়ারি ২০২০-জুলাই ২০২০
২.	জনসংখ্যা ৫০০-এর কম এবং উল্লেখযোগ্য কোন আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান নেই এ ধরনের গ্রাম সড়কে বি সি সড়কের পরিবর্তে ব্লকের সড়ক নির্মাণ এবং ভারী যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিবন্ধক স্থাপন সম্পর্কিত গাইডলাইন প্রণয়ন				ফেব্রুয়ারি ২০২০-জুন ২০২০
৩.	আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতিসহ বিভিন্ন সূচক বিবেচনায় অগ্রাধিকারভিত্তিতে সড়ক উন্নয়ন সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রকাশ		এলজিইডি-বুয়েট গবেষণা 'আমার গ্রাম-আমার শহর': জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ		ফেব্রুয়ারি ২০২০-এপ্রিল ২০২০
৪.	নতুন সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে কৃষিজমি ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে নির্দেশনা জারি		একনেক সুপারিশ 'আমার গ্রাম-আমার শহর': জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ	স্থানীয় সরকার বিভাগ এলজিইডি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	ফেব্রুয়ারি ২০২০-এপ্রিল ২০২০
৫.	গ্রামাঞ্চলে নতুন সড়ক নির্মাণ এবং সড়ক আপগ্রেডেশনে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন				এপ্রিল ২০২০-ডিসেম্বর ২০২১
৬.	গ্রামীণ সড়কে ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধে উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকর অংশগ্রহণ সম্পর্কিত গাইডলাইন প্রণয়ন			স্থানীয় সরকার বিভাগ এলজিইডি	মার্চ ২০২০-জুন ২০২০
৭.	মাছ চাষ এবং অন্যান্য কারণে সড়ক বাঁধ নষ্ট করে পুকুর খনন ইত্যাদি বিষয়ে উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে নির্দেশনা		এলজিইডির প্রকল্প বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা 'আমার গ্রাম-আমার শহর': জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ		মার্চ ২০২০-এপ্রিল ২০২০

গ্রামীণ যোগাযোগ: সমীক্ষা এবং গবেষণা

ক্র.নং	সমীক্ষা/গবেষণা কার্যক্রম	সংশ্লিষ্টতা	নীতি/গাইডলাইনের উৎস	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	সময়সীমা
১.	বন্যা দুর্যোগ সহনশীল উপজেলাভিত্তিক কোর রোড (Core Road) নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা (প্রতিটি গ্রাম পর্যন্ত)	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ (৩.১০) এসডিজি ৯.১ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	বন্যা ২০১৭ সমীক্ষা, এলজিইডি 'আমার গ্রাম-আমার শহর': জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ	এলজিইডি	ফেব্রুয়ারি ২০২০-জানুয়ারি ২০২১
২.	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক নিরাপত্তায় উপজেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদ/কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করার ফ্রেমওয়ার্ক উদ্ভাবন		পল্লী সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ পলিসি ২০১৩ 'আমার গ্রাম-আমার শহর': জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ		ফেব্রুয়ারি ২০২০-জানুয়ারি ২০২১
৩.	গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে বিভিন্ন অংশীজন এবং পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ সম্পৃক্ততার ফ্রেমওয়ার্ক উদ্ভাবন				ফেব্রুয়ারি ২০২০-জানুয়ারি ২০২১
৪.	হাওর এবং চরাঞ্চলে মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট বিবেচনা করে নদী খনন এবং নৌ ট্রান্সপোর্ট চালুর সম্ভাব্যতা যাচাই		'আমার গ্রাম-আমার শহর': জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ		ফেব্রুয়ারি ২০২০-জানুয়ারি ২০২১
৫.	পাহাড়ি এলাকায় মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট বিবেচনার জন্য রোপওয়ে উন্নয়নের সম্ভাব্যতা যাচাই				ফেব্রুয়ারি ২০২০-জানুয়ারি ২০২১
৬.	পার্বত্য অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন জনবসতিকে পরিকল্পিত সড়ক সুবিধা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ মাস্টারপ্ল্যান তৈরি				মার্চ ২০২০-জুন ২০২১
৭.	পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ধ্বসের কারণে স্লোপ প্রোটেকশন এবং পাহাড়ী সড়কের ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল তৈরি				এপ্রিল ২০২০-জুন ২০২১
৮.	সময়স্বল্পতা এবং দূরুহ নির্মাণ প্রক্রিয়ার কারণে হাওর, চর, পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন কাজে কন্ট্রাক্টিং মেথড পরিবর্তন সম্পর্কিত গবেষণা				জুলাই ২০২০-জুন ২০২১

গ্রামীণ যোগাযোগ: বিনিয়োগ প্রকল্প

ক্র. নং	বিনিয়োগ প্রকল্প	কার্যক্রম	সংশ্লিষ্টতা	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	সময়সীমা					মোট	সম্ভাব্য ব্যয় (কোটি টাকা)	অর্থায়ন/ মন্তব্য
					২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪			
১.	দেশের আটটি বিভাগে আটটি দুর্যোগ সহনশীল কোর রোড নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্প (১টি চলমান, ৭টি পাইপলাইন)	ক. কোর রোড নেটওয়ার্ক চিহ্নিতকরণ খ. সড়ক উন্নীতকরণ (কি.মি.)	নির্বাচনী ইশতেহার, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, 'আমার গ্রাম-আমার শহর': জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ	এলজিইডি	১০০	১,৬০০	২,৩০০	৩,৪০০	২,৬০০	১০,০০০ কি.মি.	২২,০০০	ঢাকা বিভাগে প্রকল্পটি চলমান, অবশিষ্ট ৭টি বিভাগের প্রকল্প পাইপলাইনে রয়েছে(জিওবি)
২.	ওয়েস্টার্ন ইকোনোমিক করিডোর অ্যান্ড রিজিওনাল ইনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট	ক) কোর রোড উন্নীতকরণ (২০০ কি.মি.) খ) ফার্ম রোড উন্নয়ন (৪০০ কি.মি.)				ক) ২৫ খ) ৫০	ক) ৫০ ক) ১০০	ক) ৫০ ক) ১০০	ক) ৭৫ ক) ১৫০	৬০০ কি.মি.	১,২০০	পাইপলাইনভুক্ত প্রকল্প (বিশ্বব্যাংক)
৩.	রুরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট	ক) উপজেলা সড়ক উন্নীতকরণ (৩,৬৫০ কি.মি.) খ) ইউনিয়ন সড়ক উন্নীতকরণ (১,৪৫০ কি. মি.)			ক) ২০০ খ) ৩০	ক) ৫০০ খ) ১০০	ক) ৬০০ খ) ১০০	ক) ৬০০ খ) ১৫০	ক) ৩০০ খ) ২০	২,৬০০ কি.মি.	৫,০০০	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে চলমান প্রকল্প
৪.	রুরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২						ক) ২৫০ খ) ১০০	ক) ৬০০ খ) ৫০০	ক) ৬০০ খ) ৪৫০	২,৫০০ কি.মি.	৫,০০০	পাইপলাইনভুক্ত প্রকল্প(এডিবি)
৫.	সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম	ক) ব্রিজ প্রতিস্থাপন (১০,০০০ মি.) খ) ব্রিজ নির্মাণ(১০,০০০ মি.)			ক) ১,০০০ খ) ১,০০০	ক) ২,০০০ খ) ২,০০০	ক) ৩,০০০ খ) ৩,০০০	ক) ৩,০০০ খ) ৩,০০০	ক) ১,০০০ খ) ১,০০০	২০,০০০ মি.	২,৫০০	বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে চলমান প্রকল্প
৬.	এলজিইডির চলমান ৭৮টি পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জিওবি ৬৩টি, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ১৫টি প্রকল্প)	ক) উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (৯০০ কি.মি.) খ) ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (৩,৯০০ কি.মি.) গ) গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন (১৩,০০০ কি.মি.) ঘ) ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ			ক. ২০০ খ. ১,০০০ গ. ৩,০০০ ঘ. ২৫,০০০	ক. ২০০ খ. ৮০০ গ. ১,৫০০ ঘ. ২৪,০০০	ক. ২০০ খ. ৭০০ গ. ২,৫০০ ঘ. ২,২০০০	ক. ২০০ খ. ৯০০ গ. ৩,০০০ ঘ. ২২,০০০	ক. ১০০ খ. ৫০০ গ. ৩,০০০ ঘ. ১৮,০০০	১৭,৮০০ কি.মি. (সড়ক) ১,১১,০০০ মি. (সেতু)	২৮,৫০০	জিওবি ২২,৮০০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য ৫,৭০০ কোটি টাকা
৭.	অঞ্চল/জেলাভিত্তিক গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নে ২০টি নতুন প্রকল্প	ক) উপজেলা সড়ক উন্নয়ন- ৮০০কি.মি. খ) ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন- ১,৩০০কি.মি. গ) গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন- ১২,৯০০কি.মি.				ক. ১০০ খ. ২০০ গ. ১,৬০০	ক. ১০০ খ. ১৫০ গ. ২,৫০০	ক. ২০০ খ. ৩০০ গ. ৪,০০০	ক. ৪০০ খ. ৬৫০ গ. ৪,৮০০	১৫,০০০ কি.মি.	২২,০০০	সড়ক উন্নয়নের বর্তমান অবস্থা, চাহিদা, অনগ্রসরতা, উন্নয়ন বৈষম্য বিবেচনায় জিওবি অর্থায়নে ২০টি প্রকল্প গ্রহণ করা হবে
৮.	চলমান ৭টি গ্রামীণ সড়ক প্রকল্পের আওতায়-দীর্ঘ সেতু নির্মাণ	দীর্ঘ সেতু নির্মাণ (১৫,৪০০ কি. মি.)			২,৮০০	৩,০০০	২,৮০০	৩,২০০	৩,৬০০	১৫,৪০০ মি.	৫,০০০	জিওবি

পল্লী সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ

ক্র. নং	বিনিয়োগ প্রকল্প	কার্যক্রম	সংশ্লিষ্টতা	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	সময়সীমা					মোট	সম্ভাব্য ব্যয় (কোটি টাকা)	অর্থায়ন/ মন্তব্য
					২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪			
৯.	পল্লী সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ	ক) সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ (৮৫,০০০ কি. মি.) খ) সড়কে নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ (৮,০০০ মিটার)	নির্বাচনী ইশতেহার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট 'আমার গ্রাম-আমার শহর' : জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ	এলজিইডি	ক. ১০,০০০ খ. ১,২০০	ক. ১২,০০০ খ. ১,৪০০	ক. ১৫,০০০ খ. ১,৬০০	ক. ১৮,০০০ খ. ১,৮০০	ক. ৩০,০০০ খ. ২,০০০	৮৫,০০০ কি.মি. ৮,০০০ মি.	১৫,০০০	জিওবি রাজস্ব বরাদ্দ
১০.	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প	ক) সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ/ পুনর্বাসন (৩,৫০০ কি. মি.)			১,১৫০	১,২০০	২,৮৫০	২,১০০		৭,৩০০ কি.মি.	৩,৫০০	চলমান উন্নয়ন প্রকল্প (জিওবি)
১১	গ্রামীণ সড়কে সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প	ক) গার্ডরেইল/ ব্যারিয়ার খ) মার্কিং গ) বাঁক প্রশস্তকরণ ঘ) ডিভাইডার ঙ) পার্শ্ব ঢাল			৫০০	৭০০	৮০০	১,০০০	১,৫০০	৪,৫০০ কি.মি.	২,৫০০	পাইপলাইন অর্ন্তভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প (জিওবি)
১২.	২০১৭ সালে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প	ক. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ/ পুনর্বাসন (২,৩০০ কি. মি.) খ. সড়কে নির্মিত ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ-(২,৪৫০ মি.)			ক. ৭০০ খ. ৭৫০	ক. ৮০০ খ. ৮৫০	ক. ৮০০ খ. ৮৫০			২,৩০০ কি.মি. ২,৪৫০ মি.	২,০০০	চলমান উন্নয়ন প্রকল্প (জিওবি)
১৩.	২০১৯ সালে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প	ক. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ/ পুনর্বাসন (৭,০০০ কি. মি.) খ. সড়কে নির্মিত ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ (৫,৮০০ মিটার)			ক. ২,০০০ খ. ১,৮০০	ক. ৩,০০০ খ. ২,০০০	ক. ২,০০০ খ. ২,০০০			৭,০০০ কি.মি. ৫,৮০০ মি.	৩,৫০০	পাইপলাইন অর্ন্তভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প (জিওবি)
১৪.	সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম	ক) ব্রিজ আপগ্রেডেশন/ রিহ্যাবিলিটেশন (২৯,০০০ মিটার) খ) ব্রিজ রক্ষণাবেক্ষণ (৮৫,০০ মিটার)			ক. ৩,০০০ খ. ১০,০০০	ক. ৩,০০০ খ. ১০,০০০	ক. ৮,০০০ খ. ২০,০০০	ক. ৮,০০০ খ. ২০,০০০	ক. ৭,০০০ খ. ২৫,০০০	ক. ২৯,০০০ মি. খ. ৮৫,০০০ মি.	২,৪৭০	চলমান প্রকল্প (বিশ্বব্যাংক)

* চলমান প্রকল্পসমূহ নির্বাচনী ইশতেহারের সাথে সমন্বয়/সাজুয্যকরণ করা হবে এবং নতুন প্রকল্পসমূহ এ কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে গ্রহণ করা হবে।

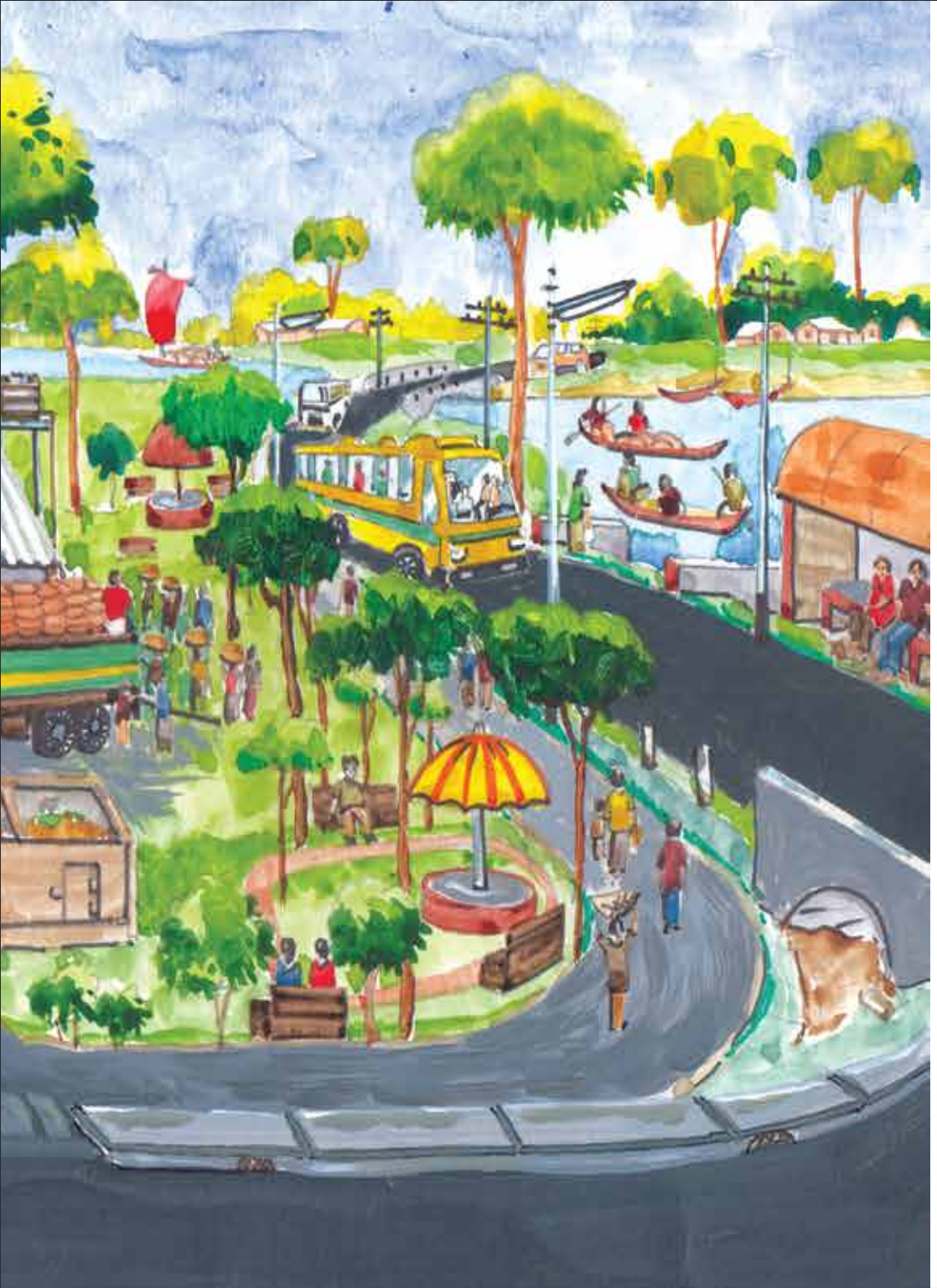

গ্রোথ সেন্টার
ও
হাটবাজার
উন্নয়ন

পটভূমি

গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ হাটবাজার গ্রামীণ অর্থনীতি সঞ্চালনের অন্যতম মূলকেন্দ্র। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে হাটবাজার হৃৎপিণ্ডের মতো, যা অর্থনীতির পুষ্টিকে গ্রামের আনাচে-কানাচে সঞ্চালিত করতে পারে। গ্রামীণ হাটবাজারসমূহ কৃষি-অকৃষি পণ্যের সাপ্লাই চেইনকে প্রভাবিত করে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। 'আমার গ্রাম-আমার শহর' অঙ্গীকারে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ মানসম্পন্ন ভোগ্যপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে, গ্রামীণ হাটবাজারে কৃষি-অকৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণের পাশাপাশি ভোগ্যপণ্য বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ ছাড়া নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যান্য অঙ্গীকারসমূহে গ্রামীণ জনগণের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি, ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি পণ্যের দক্ষ সাপ্লাই চেইন/ভ্যালু চেইন গড়তে সহযোগিতা ও স্থানীয় পর্যায়ে কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

গ্রামীণ গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার হবে ইশতেহারে বর্ণিত উন্নত গ্রামের সম্পূরক যা একদিকে গ্রামীণ অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ, কর্মসংস্থান তৈরি এবং সাপ্লাই চেইনকে প্রভাবিত করে উৎপাদন বৃদ্ধি করবে অন্যদিকে গ্রামীণ জনগণের ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য নাগরিক চাহিদা কার্যকরভাবে পূরণ করবে।

গ্রোথ সেন্টারের ধারণা ও গ্রামীণ নগরের ক্রমবিকাশ

তাত্ত্বিকভাবে, গ্রোথ সেন্টার হলো গ্রামীণ নগরকেন্দ্র যাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ নগর বিকশিত হয়। নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনার তত্ত্ব অনুযায়ী গ্রোথ সেন্টারকে 'গ্রোথ পোল' বলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রয়োজনে 'গ্রোথ পোল' ধারণা ব্যবহার করা হয়েছে। একটি অঞ্চলের সকল স্থানে সমান অর্থনৈতিক কার্যক্রম থাকে না। কিছু স্থানকে কেন্দ্র করে ব্যবসা, শিল্প ইত্যাদি গড়ে ওঠে। এ স্থানসমূহকে যোগাযোগ এবং অবকাঠামোগত সুবিধার আওতায় আনলে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সঞ্চালিত হয়।

গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে নগরের সুবিধা সম্বলিত গ্রামের কাছাকাছি অধিকতর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত নগরকেন্দ্র গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ ধরনের গ্রোথ সেন্টারকেন্দ্রীক নগরকেন্দ্র উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। 'আমার গ্রাম-আমার শহর' অঙ্গীকার বাস্তবায়নে নির্বাচিত কিছুসংখ্যক গ্রোথ সেন্টারে এ ধরনের নগরকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্পাঞ্চল, ইকোনোমিক করিডোর সংলগ্ন গ্রোথ সেন্টারসমূহ এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে

বাংলাদেশে এ ধারণা 'গ্রোথ সেন্টার' নামে পরিচিত। গ্রোথ সেন্টারকে 'আরবান সেন্টার'ও বলা হয়। উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশসমূহে ক্রমশ গ্রামীণ গ্রোথ সেন্টারগুলোকে নগরায়ণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে গ্রোথ সেন্টার নগরায়ণের প্রথম ধাপ হিসেবে কাজ করেছে। ১৯৮০-এর দশকে সারা দেশে ১,৪০০টি গ্রামীণ হাট-বাজারকে গ্রোথ সেন্টারের মর্যাদা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে আরও ৭০০টি গ্রামীণ হাট-বাজারকে গ্রোথ সেন্টারের মর্যাদা দিয়ে দেশব্যাপী ২,১০০টি গ্রোথ সেন্টার চিহ্নিত করা হয়। প্রত্যেক উপজেলা সদরকে একটি গ্রোথ সেন্টার হিসেবে বিবেচনা করে প্রতি উপজেলায় ৪-৮টি গ্রোথ সেন্টার নির্ধারণ করা হয়। উপজেলা সদরসহ গ্রোথ সেন্টারকেন্দ্রীক সড়ক উন্নয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা বিগত তিন দশকে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি এবং সার্বিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশে গ্রোথ সেন্টারকেন্দ্রীক পরিকল্পনার প্রায় তিন দশক পার হয়েছে। কিন্তু গ্রোথ সেন্টারকেন্দ্রিক নগরায়ণের এখনও কোন পরিকল্পনা হয়নি। পরিকল্পনার অভাবে উপজেলাগুলিতে উপজেলা শহর ছাড়া অন্য কোন নগরকেন্দ্র গড়ে উঠেনি। গ্রামীণ অর্থনীতির ক্রমবিকাশের স্বার্থে নগরের সুবিধা সম্বলিত গ্রামের কাছাকাছি অধিকতর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত

গ্রামের উন্নয়ন প্রক্রিয়া বলতে আমি কোন ছিঁটেফোঁটা বা সাময়িক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নই। যুগ যুগ ধরে অন্ধকারে পড়ে থাকা পশ্চাৎপদ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত প্রাচীন কৃষি-ব্যবস্থার প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সামগ্রিক সংস্কার করে আধুনিক গ্রাম গড়ে তুলতে হবে। আমি কোনো অনুদানমূলক বা প্রতিশ্রুতিপূর্ণ উন্নয়ন নয়, 'টোটাল বা 'সামগ্রিক' উন্নয়ন চাই।

কৃষিব্যবস্থা ও উৎপন্ন দ্রব্যের সুষম বণ্টনসহ উৎপাদিত পণ্য যাতে নির্ধারিত মূল্যে বাজারজাত করা হয় ও খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসম্মত হয় তার উদ্যোগ নিতে হবে। সাধারণ মানুষের কাছে গ্রাম থেকে উৎপাদিত খাদ্যশস্য সহজপ্রাপ্য করে তুলতে হবে। আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসারে গ্রামীণ কুটির-শিল্পের মানোন্নয়ন করে ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। গ্রামীণ কৃষিজাত পণ্য ও ছোট-বড় সকল ব্যবসা এবং শিল্প বিকাশের পথ করে দিতে হবে।

সূত্র: শেখ মুজিব আমার পিতা, শেখ হাসিনা;
আগামী প্রকাশনী (২০১৮)

নগরকেন্দ্র গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ ধরনের গ্রোথ সেন্টারকেন্দ্রিক নগরকেন্দ্র উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। 'আমার গ্রাম-আমার শহর' অঙ্গীকার বাস্তবায়নে নির্বাচিত কিছু গ্রোথ সেন্টারে এ ধরনের নগরকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্পাঞ্চল, ইকোনোমিক করিডোর সংলগ্ন গ্রোথ সেন্টারসমূহ এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

গ্রামীণ হাটবাজার

২,১০০টি চিহ্নিত গ্রোথ সেন্টার ছাড়াও দেশে এখন ১৫,৫৫৫টি হাটবাজার রয়েছে। দেশের প্রায় সকল গ্রোথ সেন্টার এবং ২,২৫০টি হাটবাজারের উন্নয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ হাটবাজারসমূহ সরকারি উদ্যোগে পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠেনি। সামাজিক প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে স্থান বিশেষে এসব হাটবাজার গড়ে উঠেছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান হাটবাজারের কিছু অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে। অনেক হাটবাজারে সরকারি জমির পরিমাণ খুবই কম। উন্নয়নের জন্য সম্প্রসারণের সুযোগও কম রয়েছে।

উন্নত দেশের রূপকল্প ও গ্রামীণ কৃষি ও অকৃষি অর্থনীতির সম্প্রসারণের পরবর্তী পর্যায়

বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের রূপকল্প গ্রহণ করেছে। নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ উন্নত বাংলাদেশ গঠনের প্রায়োগিক দর্শন যার যথাযথ বাস্তবায়ন উন্নত বাংলাদেশ গঠনের ভিত্তি ভূমি তৈরি করবে। উন্নত বাংলাদেশ গঠনে ধারাবাহিক উচ্চতর প্রবৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। পল্লী অঞ্চলে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রান্তিক জনগণের আয় না বাড়লে শুধু শিল্প এবং নগরভিত্তিক কার্যক্রম দিয়ে উচ্চতর জিডিপি ধরে রাখা যাবে না। তাই, নির্বাচনী ইশতেহারে গ্রামে নগর সুবিধা সম্প্রসারণ করে গ্রামীণ জনগণের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি অধিকতর কর্মসংস্থান তৈরি, গ্রামীণ অর্থনীতির গতি বেগবান করার দিকে নজর দিতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজারগুলোকে পরিকল্পিতভাবে প্রবৃদ্ধি সঞ্চারের কেন্দ্র, ভবিষ্যত নগরকেন্দ্র এবং একই সাথে নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ প্রয়োজন।

নব্বই এর দশক থেকে গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজার সংযোগকারী সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকারের অগ্রাধিকার থাকায় দেশে হাটবাজার সংযোগকারী অধিকাংশ সড়কই নির্মিত হয়েছে। কৃষিপণ্য সহজেই গ্রামের সড়ক মহাসড়ক হয়ে বিভিন্ন নগর, রাজধানীতে আসছে। এ সব সড়ক, হাটবাজার অবকাঠামো এবং সরকারের অন্যান্য বিভাগের কার্যক্রম যেমন- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য বিভাগের প্রচেষ্টা এবং জনগণের অদম্য শক্তির বলে বাংলাদেশ বিশ্বে ধান উৎপাদনে চতুর্থ, মিঠা পানির মাছ ও সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, ফল উৎপাদনে পঞ্চম, আলু উৎপাদনে সপ্তম। অপর্যাপ্ত কৃষিজমি, জনবহুল দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এখন পুষ্টিমান অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে। কৃষি অর্থনীতি সম্প্রসারণের পাশাপাশি দেশে অকৃষি অর্থনীতিরও বিশাল সম্প্রসারণ হয়েছে। গ্রামে এখন কৃষি ও অকৃষি অর্থনীতির কর্মসংস্থান প্রায় সমান সমান। এ কর্মসংস্থান তৈরিতে গ্রামীণ হাটবাজারসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পল্লী অঞ্চলে উপরোল্লিখিত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে প্রায় তেরো কোটি গ্রামীণ জনগণের আয় বেড়েছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে নিম্ন মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল দেশে প্রবেশ করেছে। আমাদের লক্ষ্য এখন মধ্যম আয়ের দেশ, উন্নত দেশ। মধ্যম আয়ের দেশের উপযোগী অর্থনীতিতে প্রবেশ, ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধির জন্য আমাদের গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজারে কিছু পরিকল্পিত পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। গ্রামীণ গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজারের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে পরিকল্পিত পরিবর্তন আনার জন্য উক্ত কর্মপরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর জন্য কিছু গাইডলাইন/নীতিমালা প্রণয়ন, গবেষণা/সমীক্ষা এবং প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজন হবে যা কর্মপরিকল্পনায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে :

- পল্লী অর্থনীতির ক্রমবিকাশের সাথে সাথে গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ হাটবাজারকে কেন্দ্র করে পরিচালিত কার্যক্রমেও বৈচিত্র্য এসেছে। বর্তমানে হাটবাজারসমূহ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বিনোদনকেন্দ্র, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। হাটবাজার ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ ক্রমশ নগর এলাকার মতো জনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠছে। গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজার ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় কোন ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা নেই। অনেক স্থানেই গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজার মহাসড়কের ওপর অবস্থিত। ফলে যানজট এবং দুর্ঘটনা ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, কোন নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই অপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মিত হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমান্বয়ে গ্রোথ সেন্টারগুলি এবং সংলগ্ন এলাকা পরিকল্পিতভাবে বেড়ে ওঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে;
- নির্বাচনী ইশতেহারে (৩.১৪) স্থানীয় পর্যায়ে কোল্ডস্টোরেজ স্থাপন, ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষিপণ্যের দক্ষ সাপ্লাই চেইন/ভ্যালু চেইন গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। গ্রামীণ কৃষক এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বাড়ানোর অন্যতম

প্রধান উপায় হলো কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ভ্যালু চেইন উন্নয়ন। কৃষিপণ্য দক্ষতার সাথে প্রক্রিয়াজাত করা সম্ভব হলে তা অপচয় হয় না এবং কৃষক/ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয়ও বৃদ্ধি পায়। গ্রামীণ হাটবাজারসমূহে প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য বিক্রি উৎসাহিত করার জন্য একটি কর্নার রাখা হবে। এর পাশাপাশি স্থানীয় কৃষকদের জন্য প্রক্রিয়াজাত করার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে সংস্থান রাখা হবে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমবায়ভিত্তিক পণ্য তৈরি এবং বাজারজাতকরণে বিশেষ জোর দিয়েছেন। গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামীণ হাটবাজারে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'সমবায় কর্নার' থাকবে।
- শিল্প, সেবাসহ নগর সংশ্লিষ্ট খাতে ক্রমশ ব্যবসা সহায়ক পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু গ্রামীণ গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজারে ব্যবসা সহায়ক পরিস্থিতির যথাযথ উন্নয়ন হচ্ছে না। হাটবাজারগুলোর যথাযথ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা নেই। যথাযথ বর্জ্য ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা নেই, পরিবেশগত বিষয়াদি বিবেচনা করা হয় না। ব্যবসায়িক বিষয়াদি ছাড়া অন্যান্য সুবিধাদি যেমন- বিনোদন, ব্যাংকিং, আইসিটি, স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি, অফিস সুবিধা নেই। পর্যাপ্ত রাজস্ব আহরণ হয় না। ইজারা মূল্য কম। হাটবাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি যথাযথভাবে কাজ করছে না, অনেক স্থানে বণিক সমিতির মাধ্যমে হাটবাজার পরিচালিত হয়। নারী উদ্যোক্তাদের সংস্থান করার জন্য অনেক গ্রোথ সেন্টারে নারী উদ্যোক্তা বিপণি স্থাপন করা হলেও তা পুরুষ কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে। হাটবাজার সম্প্রসারণের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নেই। কর্মপরিকল্পনায় হাটবাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষতা এবং সৃজনশীলতা উন্নয়নে 'শ্রেষ্ঠ হাটবাজার কমিটি' এর পুরস্কার প্রদানের ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির প্রস্তাব করা হয়েছে।
- গ্রামীণ অর্থনীতির উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন ও তা ধরে রাখতে গ্রোথ সেন্টারকেন্দ্রিক একটি ডাটাবেজ গড়ে তোলা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন, দেশের হাটবাজারসমূহে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কি পরিমাণ পণ্যের চাহিদা, কতটুকু যোগান আসছে অর্থাৎ সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। গ্রোথ সেন্টার/হাট বাজারসমূহের কার্যকর শ্রেণিবিন্যাস করা প্রয়োজন। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সহযোগিতায় এ ধরনের একটি ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

গ্রামীণ গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার: উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের কর্মকৌশল

অর্থনৈতিক অঞ্চল সংলগ্ন গ্রোথ সেন্টার/ হাটবাজার বিশেষ পরিকল্পনা

দেশব্যাপী তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রোথ সেন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন

কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রবৃদ্ধি সঞ্চারের জন্য গ্রোথ সেন্টারের বিশেষ পরিকল্পনা

গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের বাজার তৈরির জন্য গ্রোথ সেন্টার/ হাটবাজারে ই-কমার্স

অঞ্চলভিত্তিক বিশেষ বাজার নির্মাণ

গ্রোথ সেন্টার/ হাটবাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষতা ও সৃজনশীলতা উন্নয়নে প্রণোদনা প্রদানসহ কার্যকর ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি

গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজারকেন্দ্রিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কর্মকৌশল

কৃষি-অকৃষি পণ্যের সাপ্লাই চেইন তৈরি

ব্যাংকিং/এজেন্ট ব্যাংকিং সার্ভিস

ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিপণ্যে ভ্যালুচেইন

মিনি কোল্ডস্টোরেজ স্থাপন

ই-কমার্স এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ

ভোগপণ্যের বাজারের সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি

স্থানীয় সমবায় সমিতিগুলোর উৎপাদিত পণ্য বিপণন ও নারী উদ্যোক্তা বিপণি স্থাপন

গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার: কর্মপরিকল্পনা
মেয়াদ : ২০২০-২০২৩

লক্ষ্য:

১. দেশব্যাপী ৪০০টি গ্রোথ সেন্টারকেন্দ্রিক নগরকেন্দ্র উন্নয়ন (উন্নত পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, বিদ্যুতায়ন, উন্নত যোগাযোগ ও শিক্ষা-স্বাস্থ্য সুবিধাসহ);

২. দেশব্যাপী ৫২০টি আধুনিক পরিকল্পিত গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজার উন্নয়ন;

৩. চলমান প্রকল্পসমূহ থেকে ৫০০টি হাট বাজার উন্নয়ন।

গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার: নীতি নির্ধারণ

ক্র.নং	প্রস্তাবিত নীতি/গাইডলাইন	সংশ্লিষ্টতা	নীতি/গাইডলাইনের উৎস	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	সময়সীমা
১.	মধ্যম আয়ের দেশ-উন্নত দেশের ভিশন অনুযায়ী গ্রোথ সেন্টার-হাটবাজার পরিকল্পনা-নির্মাণের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ বিবেচনায় নিয়ে হাটবাজার পরিকল্পনা বিষয়ে কৌশলপত্র প্রণয়ন	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ (৩.১০, ৩.১৪)	'আমার গ্রাম-আমার শহর': জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	ফেব্রুয়ারি ২০২০-জুলাই ২০২০
২.	গ্রোথসেন্টারকেন্দ্রীক নগরকেন্দ্র নির্মাণ বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থার অংশগ্রহণে বিস্তারিত নির্দেশনা/গাইডলাইন প্রণয়ন				এপ্রিল ২০২০-সেপ্টেম্বর ২০২০
৩.	গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজার-এর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রণোদনা প্রদানের ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি				জুলাই ২০২০-ডিসেম্বর ২০২০

গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার: সমীক্ষা ও গবেষণা

ক্র.নং	প্রস্তাবিত সমীক্ষা/গবেষণা কার্যক্রম	সংশ্লিষ্টতা	সমীক্ষার উৎস	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	সময়সীমা	অর্থায়ন/মন্তব্য
১.	২০৪০ সাল পর্যন্ত উন্নয়ন চাহিদা বিবেচনা করে গ্রামীণ অর্থনীতি সঞ্চালনে অধিকতর সক্ষম গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজারসমূহের সার্ভে ও অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ (৩.১০)	নির্বাচনী ইশতেহার (৩.১০, ৩.১৪)	এলজিইডি	ফেব্রুয়ারি ২০২০- আগস্ট ২০২০	
২.	গ্রামীণ গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার নির্ণয়ের ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি				জুলাই ২০২০- জানুয়ারি ২০২০	
৩.	জমি অধিগ্রহণ ব্যতীত পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ পদ্ধতি ব্যবহার করে হাটবাজার উন্নয়নে সম্ভাব্যতা যাচাই			এলজিইডি/পিপিপি কর্তৃপক্ষ	জুন ২০২০- ডিসেম্বর ২০২০	
৪.	দেশের নির্বাচিত কয়েকটি উপজেলায় ফার্ম এবং বিভিন্ন সড়কের সংযোগস্থলে কালেকশন সেন্টার নির্মাণ এবং এর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংক্রান্ত সমীক্ষা	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ (৩.১৪)		এলজিইডি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল/ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	জানুয়ারি ২০২১- জুন ২০২১	
৫.	মৌসুমি ফল/সবজির বিশেষ বাজার (যেমন: আম, তরমুজ, পেয়ারা, বিভিন্ন সবজি ইত্যাদির বাজার) নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিষয়ক সমীক্ষা			এলজিইডি কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	জানুয়ারি ২০২১- জুন ২০২১	
৬.	কৃষিপণ্য ভ্যালু চেইন ও বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের সমীক্ষা				জানুয়ারি ২০২১- জুন ২০২১	
৭.	স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যাগে নির্বাচিত বাজারে ফল সবজির কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণ সংক্রান্ত সমীক্ষা	নির্বাচনী ইশতেহার	'আমার গ্রাম-আমার শহর': জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ; এআইআইবির সুপারিশ	এলজিইডি ডিপিএইচই	মার্চ ২০২০- অক্টোবর ২০২০	
৮.	নির্বাচিত গ্রোথ সেন্টারকেন্দ্রিক নগরায়ণ, পানি সরবরাহ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প গ্রহণের সমীক্ষা			এলজিইডি	জুলাই ২০২০- ডিসেম্বর ২০২০	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ওপর সমীক্ষা (এআইআইবি)
৯.	দেশের অর্থনৈতিক করিডোর সংলগ্ন গ্রোথ সেন্টার কাম নগরকেন্দ্র নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ (৩.১৪)	'আমার গ্রাম-আমার শহর': জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ; এডিবির সমীক্ষা	এলজিইডি কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	জুলাই ২০২০- ডিসেম্বর ২০২০	পাইপলাইনভুক্ত প্রকল্পের ওপর সমীক্ষা (এডিবি)

* এআইআইবি- এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট ব্যাংক
* এডিবি- এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক

গ্রামীণ গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার: বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

ক্র. নং	প্রস্তাবিত প্রকল্প/কর্মসূচি	কার্যক্রম	সংশ্লিষ্টতা	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	সময়সীমা					মোট (সংখ্যা)	সম্ভাব্য ব্যয় (কোটি টাকা)	মন্তব্য
					২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪			
১.	চলমান পল্লী অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পসমূহে নির্বাচনী ইশতেহারের মূল ধারণা এবং জাতীয় কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন করে হাটবাজার উন্নয়ন	গ্রোথ সেন্টার ও হাট/বাজার উন্নয়ন	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এসডিজি	এলজিইডি	৯০	১০০	১২০	১৪০	১৫০	৬০০টি	৯০০	জিওবি (প্রকল্প)
২.	দেশব্যাপী গ্রামীণ হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	আধুনিক হাট নির্মাণ			৫০	১০০	১০০	২০০	৭০	৫২০টি	২,০০০	
৩.	দেশের নির্বাচিত ৪০০টি গ্রোথ সেন্টারের অবকাঠামো, পানি সরবরাহ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	গ্রোথ সেন্টারকেন্দ্রিক সমন্বিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা		এলজিইডি ডিপিএইচই		১০	৬০	২৩০	১০০	৪০০টি	২,০০০	জিওবি/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা
৪.	দেশের নির্বাচিত উপজেলাসমূহে ফার্ম এবং বিভিন্ন সড়কের সংযোগস্থলে কালেকশন সেন্টার নির্মাণ	কালেকশন সেন্টার নির্মাণ		এলজিইডি			১০	৩০	৬০	১০০টি	৭০০	
৫.	পাইলটভিত্তিতে মৌসুমি ফল/সবজির বিশেষ বাজার/কোল্ডস্টোরেজ (যেমন: আম, তরমুজ, পেয়ারা, বিভিন্ন সবজি ইত্যাদির বাজার) উন্নয়ন	কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণ/মৌসুমি ফল, সবজির বিশেষ বাজার নির্মাণ		এলজিইডি কৃষি বিপণন অধিদপ্তর			১০	৩০	৩০	৭০টি	৫০০	জিওবি
৬.	দেশের নির্বাচিত অর্থনৈতিক করিডোর সংলগ্ন ১৮০টি গ্রোথ সেন্টার কাম নগরকেন্দ্র নির্মাণ	গ্রোথ সেন্টার কাম নগরকেন্দ্র নির্মাণ		এলজিইডি			৩০	৫০	১০০	১৮০টি	১,৮০০	পাইপলাইন (এআইআইবি)
৭.	কৃষিপণ্য ভ্যালু চেইন ও বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	ক. ভ্যালু চেইন সহায়ক অবকাঠামো উন্নয়ন খ. কৃষক, ব্যবসায়ীদের দক্ষতা বৃদ্ধি		এলজিইডি কৃষি বিপণন অধিদপ্তর			২০	৮০	৮০	১৮০টি	১,৬২০	পাইপলাইন প্রকল্প সমীক্ষা (এডিবি)

* চলমান প্রকল্পসমূহ (জিওবি) নির্বাচনী ইশতেহারের সাথে সমন্বয়/সাজুয্যকরণ করে বাস্তবায়ন করা হবে। নতুন প্রকল্পসমূহ এ কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে গ্রহণ করা হবে

* এআইআইবি- এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট ব্যাংক

* এডিবি- এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮

স্থানীয় পর্যায়ে কোল্ডস্টোরেজ স্থাপন, ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষিপণ্যের দক্ষ সাপ্লাই চেইন/ভ্যালু চেইন গড়ে তোলা হবে। সে-সঙ্গে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮; ৩.১৪

উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষে স্থানীয় অবকাঠামো, কৃষক সংগঠন (এফএফএস), বিপণন সংগঠন, সমবায় সমিতি ও কৃষি ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করা হবে। নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮; ৩.১৪

পানীয়জল পরীক্ষণ
প্যাড

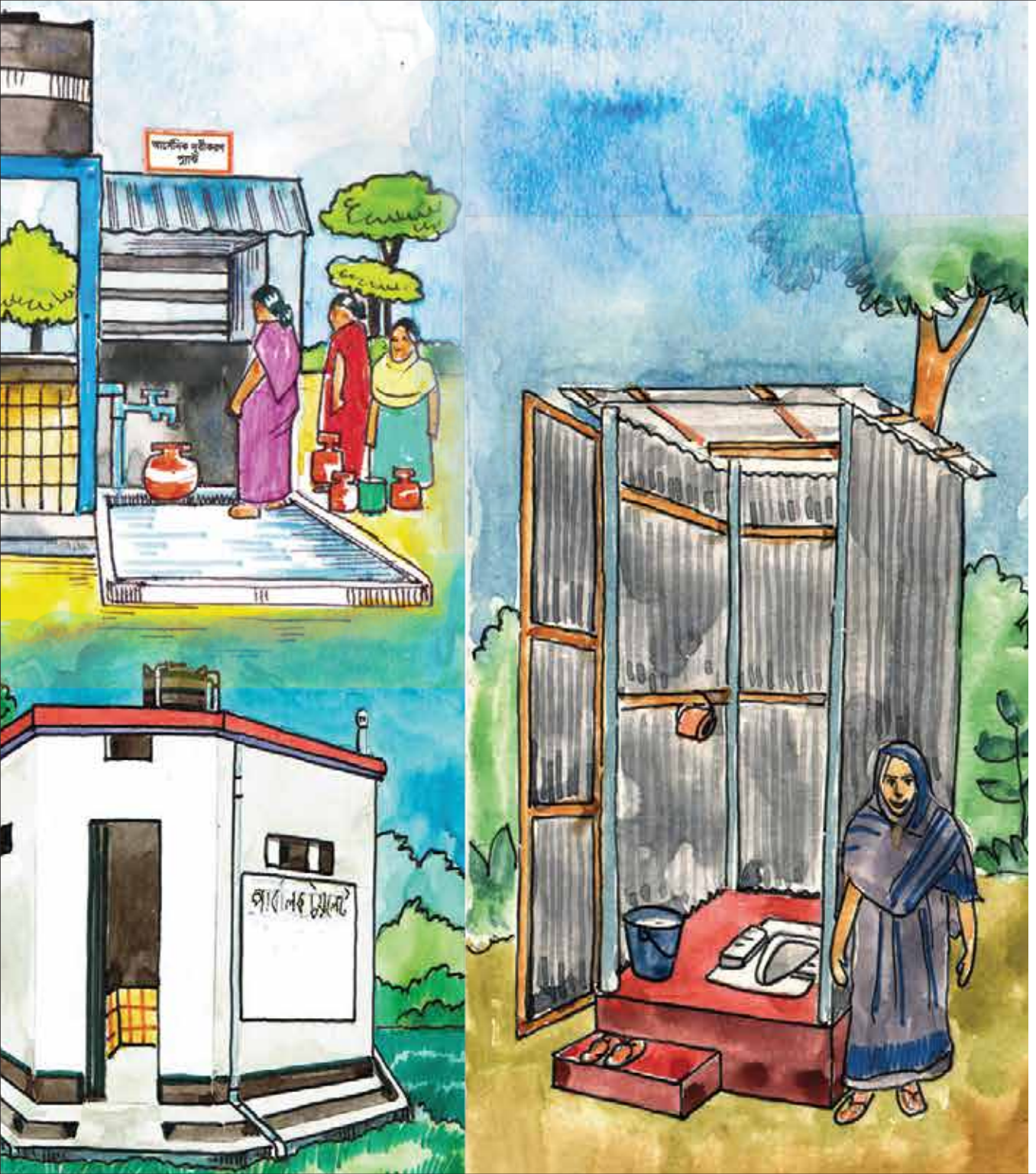

গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন

পটভূমি

নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত। দূষিত পানি ও অপর্যাপ্ত পানি, স্যানিটেশন ব্যবস্থার অভাব বিভিন্ন প্রকার পানিবাহিত রোগ, সংক্রামক রোগ, স্বাস্থ্যগত সমস্যা, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রামীণ উন্নয়নের সাথে সাথে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে সকলের জন্য নিরাপদ ও সামর্থ্যের মধ্যে খাওয়ার পানিতে সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক প্রবেশাধিকার অর্জনও সরকারের অপর একটি কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা। গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগ, কৃষি, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে জোর দেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন এই অধিদপ্তরটি ১৯৩৬ সাল থেকে এ সেক্টরে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মূলত দেশের গ্রামীণ এলাকাসমূহে (ওয়াসার কার্যক্রমভুক্ত এলাকার বাইরে) এ সংস্থাটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। বর্তমানে দেশে পানি সরবরাহ কাভারেজ প্রায় শতকরা ৮৭ ভাগ। কিন্তু আর্সেনিক, লবণাক্ততা এবং অন্যান্য দূষণ বিবেচনায় নিরাপদ (সেফলি ম্যানেজড) পানি সরবরাহ মাত্র ৫৬ ভাগ। দেশের শতকরা ৯৯ ভাগ জনগণ (উন্নত ল্যাট্রিন ৬১ ভাগ, শেয়ারড ল্যাট্রিন ২৮ ভাগ, বেসিক ল্যাট্রিন ১০ ভাগ, উন্মুক্ত স্থানে ১ ভাগ) স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। দেশের সকল জনগণকে শতভাগ নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় নিয়ে আসা ও সকল জনগণকে উন্নত স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় আনার জন্য বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় 'আমার গ্রাম-আমার শহর' অঙ্গীকার বাস্তবায়নে নিম্নবর্ণিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে :

গ্রামীণ পাইপড এবং মিনি পাইপড পানি সরবরাহে সরকারের দুইটি চলমান প্রকল্প রয়েছে। পাইপড পানি সরবরাহে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। দেশের ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামে এটি তুলনামূলক সহজ কিন্তু বিচ্ছিন্ন জনবসতির গ্রামে এটি ব্যয়বহুল। আবার, পানি সরবরাহ স্থাপনার পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য পানির ট্যারিফ আদায় করাও জরুরি। এ ক্ষেত্রে জনগণের সক্ষমতা এবং ট্যারিফ প্রদানের ইচ্ছাও একটি বিবেচ্য বিষয়। এসব বিষয় বিবেচনা করে সমীক্ষার মাধ্যমে প্রযোজ্য গ্রামসমূহে পাইপড পানি সরবরাহ সম্প্রসারণ করা হবে

- দেশের গ্রামসমূহে আধুনিক সুবিধা প্রদানের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য পাইপড পানি সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গ্রামীণ পাইপড এবং মিনি পাইপড পানি সরবরাহে সরকারের দুইটি চলমান প্রকল্প রয়েছে। এতে ৬২টি ইউনিয়নে পাইপড পানি সরবরাহের সুযোগ আছে। পাইপড পানি সরবরাহের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। দেশের ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামে এটি তুলনামূলক সহজ কিন্তু বিচ্ছিন্ন জনবসতির গ্রামে এটি ব্যয়বহুল। আবার, পানি সরবরাহ স্থাপনার পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য পানির ট্যারিফ আদায় করাও জরুরি। এ ক্ষেত্রে জনগণের সক্ষমতা এবং ট্যারিফ প্রদানের ইচ্ছা একটি বিবেচ্য বিষয়। এসব বিষয় বিবেচনা করে সমীক্ষার মাধ্যমে প্রযোজ্য গ্রামসমূহে পাইপড পানি সরবরাহ সম্প্রসারণ করা হবে।
- বাংলাদেশের ১৯টি উপকূলীয় জেলায় লবণাক্ততার সমস্যা রয়েছে। নিরাপদ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ক্রমশ তীব্র হওয়ায় লবণাক্ততা বাড়ছে। উপকূলীয় জেলাসমূহে সুপেয়

আমরা শতভাগ মানুষকে নিরাপদ পানি সরবরাহ করতে চাই। নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আইন ও বিধি-বিধানের পরিবর্তন করে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসডিজি ৬ বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে; ২১ নভেম্বর ২০১৬

পানি প্রাপ্তিতে বর্তমানে ১০টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ১৫টি প্রকল্প কাজ করছে। এ অঞ্চলের সংকটাপন্ন জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিয়ে উপকূলীয় অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহের বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। পরবর্তীতে এটি সারা দেশে সম্প্রসারণ করা হবে।

- নিরাপদ (সেফলি ম্যানেজড) পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে আরেকটি বড় বিষয় হলো আর্সেনিক। বাংলাদেশে ৩১টি জেলার ১১৭টি উপজেলায় আর্সেনিকের সমস্যা রয়েছে। আর্সেনিক সমস্যাগ্রস্ত এবং অন্যান্য দূষণের শিকার অঞ্চলসমূহে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে নিরাপদ পানি সরবরাহের প্রকল্প গ্রহণ করা হবে ।
- স্বাধীনতার পর থেকে গ্রামীণ এলাকায় পিট ল্যাট্রিনের মাধ্যমে স্যানিটেশন কার্যক্রম চলছে। পরবর্তীতে এর উন্নত সংস্করণ 'উন্নত ল্যাট্রিন' স্থাপন শুরু হয়। উন্নত ল্যাট্রিনের কাভারেজ বাড়ানো স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মূল কর্মপরিকল্পনা। এ ক্ষেত্রে হতদরিদ্রদের ভর্তুকি প্রদান করা এবং দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্তকে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে উন্নত ল্যাট্রিন স্থাপন ও ব্যবহারের কাভারেজ অর্জন করা হবে।
- পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা দেশের পরিবেশের জন্য নতুন হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছে। বাংলাদেশের স্যানিটেশন অর্জন প্রায় নিরানব্বই ভাগ। খোলা জায়গায় মলত্যাগ নগণ্য। কিন্তু কার্যকর পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে না ওঠায় স্যানিটেশনের সুফল পুরোপুরি পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলাদেশ জনবহুল দেশ হওয়ায় এ বর্জ্যের বোঝা পরিবেশের জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। অগ্রসর দেশগুলিতে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের পর জলাশয়ে ফেলা বা রিসাইকেল করার ব্যবস্থাপনা রয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মপরিকল্পনায় দেশের গ্রামাঞ্চলে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য একটি কার্যকর মডেল তৈরি এবং তা পাইলটভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হবে।

গ্রামীণ পানি সরবরাহ উন্নয়ন কর্মকৌশল

ঘনবসতির গ্রামসমূহে
পাইপড পানি সরবরাহ

উপকূলীয় অঞ্চলে লবণমুক্ত নিরাপদ
পানি সরবরাহ

মাঝারি ও হালকা জনবসতির
গ্রামসমূহে মিনি পাইপড পানি সরবরাহ

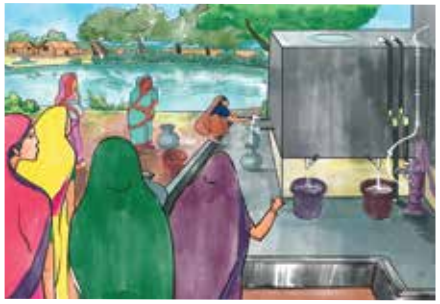

লবণাক্ততা প্রবণ গ্রামসমূহে পুকুর পানি খনন,
পরিশোধনের মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহ

আর্সেনিক প্রবণ ১১৭টি
উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ

গ্রামীণ স্যানিটেশন উন্নয়ন কর্মকৌশল

গ্রামাঞ্চলে পিট ল্যাট্রিনের স্থলে উন্নত ল্যাট্রিনের সম্প্রসারণ

হাটবাজার/ পাবলিক প্লেসে পাবলিক টয়লেট স্থাপন

Figure 01. The key processes in a complete sanitation service chain

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পাইলট কার্যক্রম এবং পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ

গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন: কর্মপরিকল্পনা
মেয়াদকাল : ২০২০-২০২৩

লক্ষ্য:

১. সমীক্ষার ভিত্তিতে ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামসমূহে পাইপড, মাঝারি-হালকা জনবসতির গ্রামসমূহে মিনি পাইপড পানি সরবরাহ পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সুবিধা প্রদান, উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপন;

২. দেশের সমস্যাপ্রবণ এলাকাসমূহ (লবণাক্ত, আর্সেনিক ও ম্যাঙ্গানিজের উপস্থিতি, পাহাড়ি এলাকা, হাওর-বাওড় চর অঞ্চলসমূহ) এর জন্য পৃথক, টেকসই ও লাগসই পানি সরবরাহ ব্যস্থা স্থাপন;

৩. দেশব্যাপী উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের কভারেজ ৬১ ভাগ থেকে ৭০ ভাগে উন্নীতকরণ;

৪. দেশের ৫০০টি হাটবাজার-গ্রোথ সেন্টারসমূহে জন্য টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন।

গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন: নীতি নির্ধারণ

ক্র.নং	প্রস্তাবিত নীতি/গাইডলাইন	সংশ্লিষ্টতা	নীতি/গাইডলাইনের উৎস	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	সময়সীমা
১.	গ্রামাঞ্চলসমূহে পাইপড, মিনিপাইপড ওয়াটার সংশ্লিষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ (৩.১০)	আমার গ্রাম-আমার শহর: জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	মার্চ ২০২০- জুন ২০২০
২.	গ্রামীণ এলাকায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন				মার্চ ২০২০- জুন ২০২০

গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন: সমীক্ষা এবং গবেষণা

ক্র.নং	প্রস্তাবিত সমীক্ষা/গবেষণা কার্যক্রম	সংশ্লিষ্টতা	সমীক্ষা/গবেষণার উৎস	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	সময়সীমা
১.	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপিত গ্রামীণ এলাকায় সুপেয় পানির উৎস চিহ্নিত এবং সুরক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান চিত্রের ওপর সমীক্ষা	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ (৩.১০)	'আমার গ্রাম-আমার শহর': জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ	ডিপিএইচই	জুন ২০২০- জুন ২০২১
২.	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উন্নয়নে অগ্রাধিকার নির্ণয়ের ফ্রেমওয়াক তৈরি				জানুয়ারি ২০২০- ডিসেম্বর ২০২০
৩.	গ্রামীণ এলাকায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প গ্রহণ বিষয়ে সমীক্ষা				
৪.	উপকূলীয়, হাওড়, বরেন্দ্র, পাহাড়ি এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রযুক্তিগত, আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত সমীক্ষা				
৫.	আর্সেনিক প্রবণ এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ে সমীক্ষা				জুন ২০২০- জুন ২০২১
৬.	দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ে সমীক্ষা				
৭.	নিরাপদ স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে গ্রামীণ জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের ওপর সমীক্ষা				

গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন: বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

ক্র. নং	প্রস্তাবিত প্রকল্প/কর্মসূচি	কার্যক্রম	সংশ্লিষ্টতা	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	সময়সীমা					মোট (সংখ্যা)	সম্ভাব্য ব্যয় (কোটি টাকা)
					২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪		
১.	পাইপড, মিনি পাইপড, লবণাক্ততা ও আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ সংক্রান্ত ০৭টি চলমান প্রকল্প বাস্তবায়ন	ক) পাইপড ওয়াটার স্কিম ৮৬টি(৭৫টি উপজেলা); খ) মিনি পাইপড ওয়াটার স্কিম ৭৬টি (০২টি উপজেলা টেকনাফ ও উখিয়া); গ) লবণাক্ততা দূরীকরণ প্ল্যান্ট ২০টি (১টি উপজেলা)	নির্বাচনী ইশতেহার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এসডিজি	ডিপিএইচই	ক) ১০টি খ) ১০টি গ) ৫টি	ক) ১০টি খ) ১০টি গ) ৫টি	ক) ২০টি খ) ২০টি গ) ৪টি	ক) ২০টি খ) ২০টি গ) ৪টি	ক) ২৬টি খ) ১৬টি গ) ২টি	ক) ৮৬টি খ) ৭৬টি গ) ২০টি	৩৯১
২.	পুকুর পুনঃখনন সংক্রান্ত ০১টি চলমান প্রকল্প বাস্তবায়ন	৮০৯টি পুকুর পুনঃখনন			৪০০টি	৪০৯টি					৩২৩.৬০
৩.	দেশের নির্বাচিত ৪০০টি গ্রোথ সেন্টারের অবকাঠামো, পানি সরবরাহ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন (পানি সরবরাহ অংশ)	ক) পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই					১৩০টি	১৩০টি	১৪০টি	৪০০টি	১২,০০
৪.	পাইপড, মিনি পাইপড, লবণাক্ততা ও আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের জন্য ৫টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ	ক) পাইপড ওয়াটার স্কিম ৫৭৯টি(৫৩৮টি উপজেলা); খ) মিনি পাইপড ওয়াটার স্কিম ৮,৮৩৮টি (৪৯১টি উপজেলা); গ) লবণাক্ততা দূরীকরণ প্ল্যান্ট ৭২টি (১৪টি উপজেলা);					ক) ১৯৩টি খ) ২,৯৪৬টি গ) ২৪টি	ক) ১৯৩টি খ) ২,৯৪৬টি গ) ২৪টি	ক) ১৯৩টি খ) ২,৯৪৬টি গ) ২৪টি		২,২২৯
৫.	গ্রামীণ স্যানিটেশন সংক্রান্ত ০১টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ	ক) ইমপ্রুভ ল্যাট্রিন ৮,৭৯,০০০টি; খ) কমিউনিটি ল্যাট্রিন ৪,৮৭০টি ; গ) পাবলিক টয়লেট ৯,৭৩৮টি;					ক) ২,৯৩,০০০টি খ) ১,৬২৩টি গ) ৩,২৪৬টি	ক) ২,৯৩,০০০টি খ) ১,৬২৩টি গ) ৩,২৪৬টি	ক) ২,৯৩,০০০টি খ) ১,৬২৪টি গ) ৩,২৪৬টি		৬,৬৯০

* চলমান প্রকল্প (জিওবি)। নির্বাচনী ইশতেহারের সাথে সমন্বয় করে বাস্তবায়ন করা হবে

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন

লক্ষ্যমাত্রা ৬.১: ২০৩০ সালের মধ্যে, সকলের জন্য নিরাপদ ও সামর্থ্যধীন (স্বল্পমূল্যের) খাবার পানিতে সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক অভিগমন অর্জন

লক্ষ্যমাত্রা ৬.২: ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত জীবনরীতিতে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা এবং নারী ও বালিকাসহ অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে খোলা জায়গায় মলত্যাগের অবসান ঘটানো

লক্ষ্যমাত্রা ৬.৩: দূষণ হ্রাস করে, পানিতে আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ করে এবং ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ ও উপকরণের নির্গমন ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে এসে, অপরিশোধিত বর্জ্যপানির অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে এনে এবং বৈশ্বিকভাবে পুনশ্চক্রায়ন বা পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ (রিসাইক্লিং) ও নিরাপদ পুনর্ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বাড়িয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে পানির গুণগত মান বৃদ্ধি করা

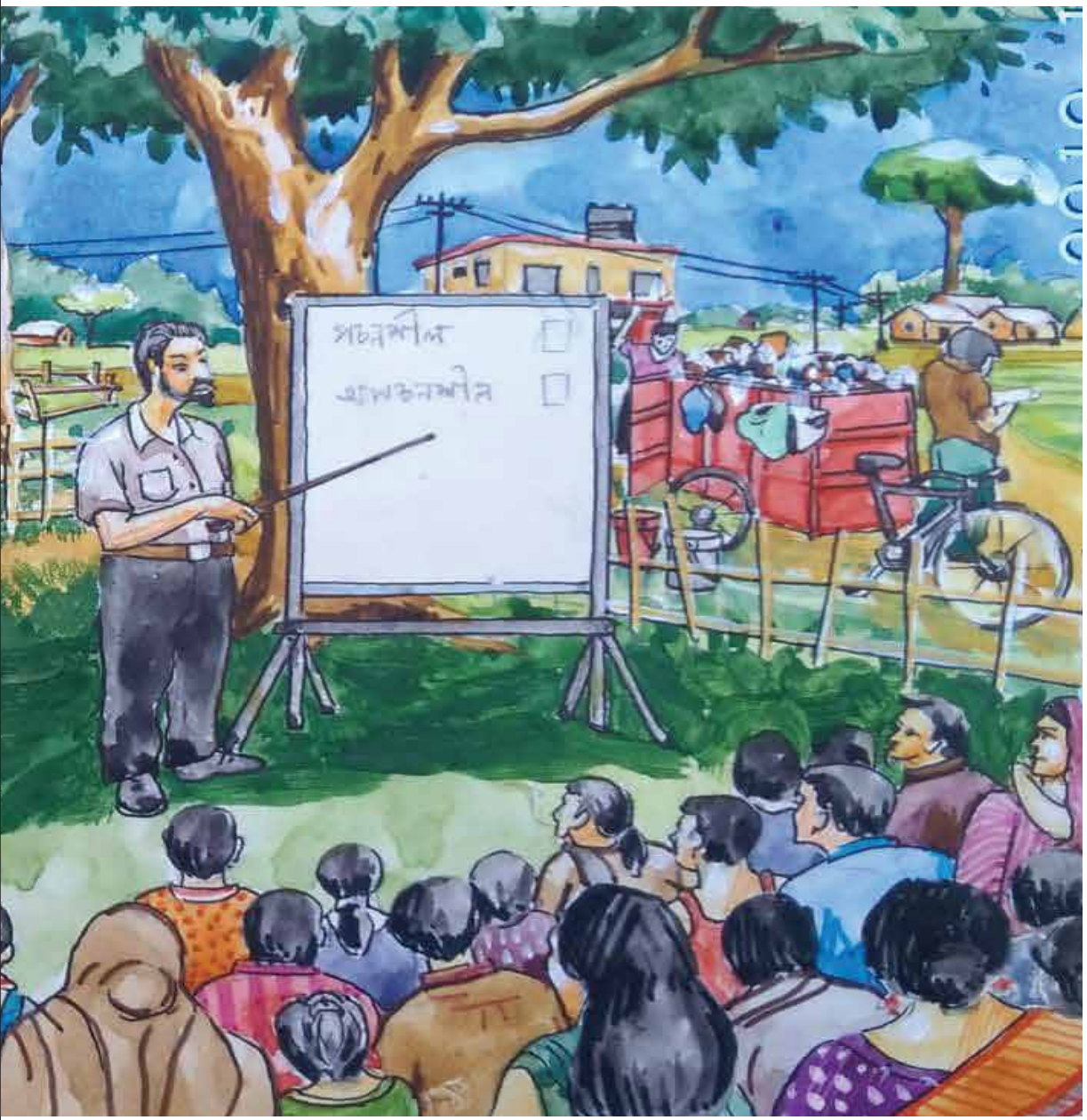

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

পটভূমি

বর্জ্য এখন আর বোঝা নয়, সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বর্জ্য সম্পদে রূপান্তর করা যায়। বাংলাদেশের গ্রামসমূহে প্রায় ১৩ কোটি মানুষ বসবাস করে। ১৩ কোটি মানুষের উৎপাদিত বর্জ্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। শহরের কাছাকাছি নদী ও খাল যেমন দূষিত হয়েছে, তেমনি এখন গ্রামীণ নদী, জলাশয়গুলো দূষণের শিকার হচ্ছে।

গ্রামীণ হাটবাজার এবং সংলগ্ন স্থানসমূহ দূষণের একটি বড় উৎস। ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামসমূহের কাছাকাছি জলাশয়গুলোতে দূষণ বাড়ছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার বাড়ছে। আবার পোল্ট্রি, ডেইরিসহ বিভিন্ন কৃষিজাত শিল্পের প্রসারও হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেশের গ্রামসমূহ নগরগুলির মতো পরিবেশ অব্যবস্থাপনার ঝুঁকিতে রয়েছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠেনি। নগরসমূহে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখনও বড় চ্যালেঞ্জ। এলজিইডির ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত কিছু নগরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হচ্ছে। এতে, দেশের কিছু ছোট-বড় নগরে বর্জ্য সংগ্রহ এবং ডাম্পিং ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠবে। কয়েকটি বড় শহরে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ সকল প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও দক্ষতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। গ্রামসমূহে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিঃসন্দেহে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উদ্যোগ যা শহর ও গ্রামকে সমানভাবে এগিয়ে নেবে।

গ্রামীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। হাটবাজারকেন্দ্রিক এবং জনবসতিকেন্দ্রিক। গ্রামীণ বর্জ্যের একটি বড় উৎস হাটবাজার। হাটবাজারকেন্দ্রিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে গ্রামীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার যথেষ্ট উন্নয়ন হবে।

বর্জ্য দু'রকম। পচনশীল, অপচনশীল। গ্রামে পচনশীল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শহরের মতো ঝামেলাপূর্ণ নয়। পিট কম্পোস্ট, বায়োগ্যাস ইত্যাদির মাধ্যমে সহজেই পচনশীল বর্জ্যকে জৈব সারে রূপান্তরিত করা যায়। একে কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে গ্রামীণ জনগণকে উদ্যোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ জন্য জৈব সার উৎপাদন, সরবরাহ ও সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে গবেষণার ভিত্তিতে একটি বিজনেস মডেল তৈরি করা হবে। জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগ স্যানিটেশনের লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে। পরিচ্ছন্ন গ্রাম গঠনেও স্থানীয় সরকার বিভাগ সফল হবে

বর্জ্য দু'রকম। পচনশীল, অপচনশীল। গ্রামে পচনশীল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শহরের মতো ঝামেলাপূর্ণ নয়। পিট কম্পোস্ট, বায়োগ্যাস ইত্যাদির মাধ্যমে সহজেই পচনশীল বর্জ্যকে জৈব সারে রূপান্তর করা যায়। একে কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে গ্রামীণ জনগণকে উদ্যোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এজন্য জৈব সার উৎপাদন, সরবরাহ ও সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে গবেষণার ভিত্তিতে একটি বিজনেস মডেল তৈরি করা হবে।

জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগ স্যানিটেশনের লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে। পরিচ্ছন্ন গ্রাম গঠনেও স্থানীয় সরকার বিভাগ সফল হবে।

অপচনশীল বর্জ্যের ভালো বাজার রয়েছে। তবে, গ্রাম পর্যায়ে অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ একটি চ্যালেঞ্জ। হাটবাজার পর্যায়ে এটি তুলনামূলকভাবে সহজ।

এসব চ্যালেঞ্জ উত্তরণের প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু গবেষণা ও সমীক্ষার প্রয়োজন হবে। এর পাশাপাশি গ্রামীণ জনগণকে সম্পৃক্ত করে পরিচ্ছন্ন গ্রাম, পরিচ্ছন্ন শহর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে।

এ প্রেক্ষাপটে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে ২০১৯-২০২৩ সাল মেয়াদে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে যার লক্ষ্য নিম্নরূপ:

- পরিচ্ছন্ন গ্রাম- পরিচ্ছন্ন শহর গঠন এবং দেশব্যাপী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা তৈরি;
- নির্বাচিত ৫০০টি গ্রোথ সেন্টারকেন্দ্রিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন;
- পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্যের ইউনিয়নভিত্তিক ব্যবস্থাপনা মডেল উন্নয়ন;
- পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্যের গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজারভিত্তিক ব্যবস্থাপনা মডেল উন্নয়ন

এসব মডেল উন্নয়নের পর পাইলটভিত্তিতে সেগুলো বাস্তবায়ন ও ক্রমশ তা দেশব্যাপী সম্প্রসারণ করা হবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এই ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৪ জুলাই ২০১৯ জেলা প্রশাসক সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মকৌশল

শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান

গ্রামাঞ্চলে অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার বিজনেস মডেল উদ্ভাবন ও প্রয়োগ

গ্রামাঞ্চলে পচনশীল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি (বায়োগ্যাস, পিট কম্পোস্টিং, ব্যারেল কম্পোস্ট) জনপ্রিয় ও কার্যকর করার বিজনেস মডেল উদ্ভাবন ও প্রয়োগ

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: কর্মপরিকল্পনা

লক্ষ্য:

১. দেশব্যাপী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা তৈরি;

২. পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্যের গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজারভিত্তিক ব্যবস্থাপনা মডেল উন্নয়ন;

৩. নির্বাচিত ৫০০টি গ্রোথসেন্টারকেন্দ্রিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন;

৪. পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্যের ইউনিয়নভিত্তিক ব্যবস্থাপনা মডেল উন্নয়ন ও নির্বাচিত গ্রামসমূহে প্রয়োগ।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: নীতি নির্ধারণ

ক্র.নং	প্রস্তাবিত নীতি/গাইডলাইন	সংশ্লিষ্টতা	নীতি/গাইডলাইনের উৎস	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	সময়সীমা
১.	পরিচ্ছন্ন গ্রাম, পরিচ্ছন্ন ইউনিয়ন, পরিচ্ছন্ন উপজেলা ঘোষণার ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি	নির্বাচনী ইশতেহার	'আমার গ্রাম-আমার শহর': জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	জুলাই ২০২০-সেপ্টেম্বর ২০২০

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা : সমীক্ষা এবং গবেষণা

ক্র.নং	প্রস্তাবিত গবেষণা/সমীক্ষা	সংশ্লিষ্টতা	সমীক্ষার/গবেষণার উৎস	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	সময়সীমা
১.	গ্রাম/ ইউনিয়নভিত্তিক অপচনশীল রিসাইকেলেবল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিজনেস মডেল উদ্ভাবন এবং ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ (৩.১০)	'আমার গ্রাম-আমার শহর': জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ	এলজিইডি/ ডিপিএইচই	জুলাই ২০২০- ডিসেম্বর ২০২০
২.	গ্রাম/ ইউনিয়নভিত্তিক পচনশীল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পিট কম্পোস্টিং, ব্যারেল কম্পোস্টিং, বায়োগ্যাস পদ্ধতি জনপ্রিয় এবং কার্যকর করার ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি এবং বিজনেস মডেল উদ্ভাবন				
৩.	পাইলট প্রকল্পের ফলাফল মূল্যায়ন ও সমন্বিত গ্রামীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মডেল চূড়ান্তকরণ				
৪.	পচনশীল/অপচনশীল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য হাটবাজারভিত্তিক ব্যবস্থাপনা মডেল উন্নয়ন				

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

ক্র. নং	প্রস্তাবিত নীতি/গাইডলাইন	কার্যক্রম	সংশ্লিষ্টতা	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	সময়সীমা					মোট	সম্ভাব্য ব্যয় (কোটি টাকা)	মন্তব্য
					২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪			
১.	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জনসচেতনতা গড়ে তোলার কর্মসূচি গ্রহণ (১০০টি উপজেলা)	ক)বিজ্ঞাপন খ) লিফলেট/ পোস্টার গ) ভিডিওচিত্র/বিলবোর্ড ঘ) শিক্ষা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটিভিত্তিক প্রচার	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ (৩.১০)	স্থানীয় সরকার বিভাগ; প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; তথ্য মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়		২৫	২৫	২৫	২৫		২০০	জিওবি/ ইউএনডিপি

ক্র. নং	প্রস্তাবিত নীতি/গাইডলাইন	কার্যক্রম	সংশ্লিষ্টতা	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	সময়সীমা					মোট	সম্ভাব্য ব্যয় (কোটি টাকা)	অর্থায়ন/ মন্তব্য
					২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪			
১.	নির্বাচিত ১০০টি উপজেলায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পাইলট প্রকল্প গ্রহণ	ক) বসতবাড়িভিত্তিক পচনশীল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পিট কম্পোস্ট, ব্যারেল কম্পোস্ট, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন ও ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ এবং অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ খ) বাজারভিত্তিক পচনশীল বর্জ্য কম্পোস্টিং এবং অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ গ) বসতবাড়ি ও বাজার থেকে কম্পোস্ট এবং অপচনশীল বর্জ্য বিজনেস মডেল উদ্ভাবনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ (৩.১০)	এলজিইডি; ডিপিএইচই; উপজেলা পরিষদ		১০	৩০	৩০	৩০	১০০	১,৫০০	জিওবি/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা
২.	দেশের নির্বাচিত ৪০০টি গ্রোথ সেন্টারে অবকাঠামো, পানি সরবরাহ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	গ্রোথ সেন্টারে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা		এলজিইডি ডিপিএইচই		১০	৬০	২৩০	১০০	৪০০	১,৫০০	জিওবি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা

গ্রোথ সেন্টার/ হাটবাজারভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

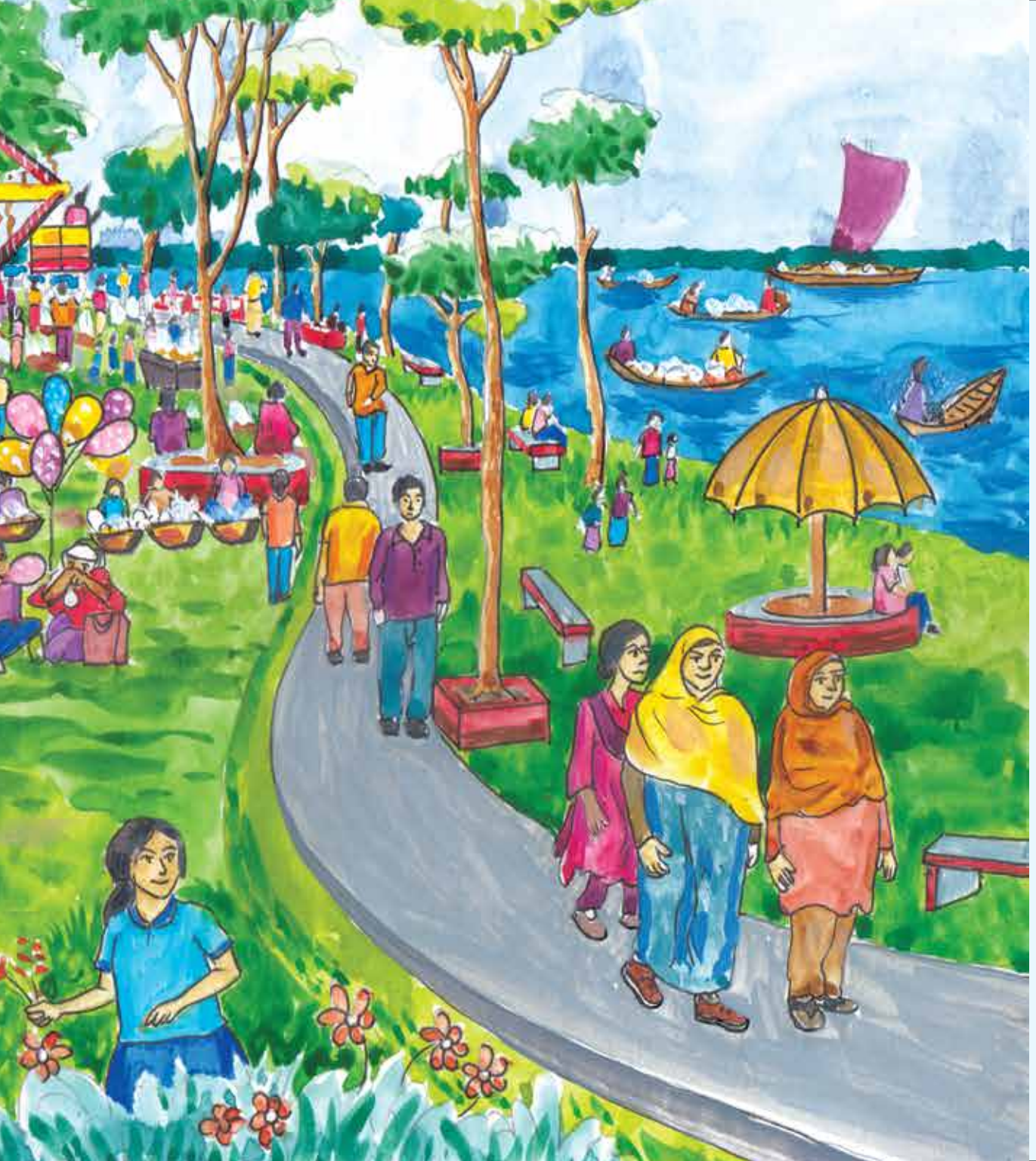

কমিউনিটি স্পেস ও বিনোদন ব্যবস্থা

কমিউনিটি স্পেস ও বিনোদন ব্যবস্থা:

শিশু-কিশোরদের সুস্থভাবে বেড়ে উঠা, তারুণ্যের বিকাশ, প্রবীণদের বিনোদন চাহিদা বিবেচনা করে সব বয়সীদের জন্য সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম অঙ্গীকার। গ্রামের নবীন, প্রবীণ সকলের বিনোদন চাহিদা উপযোগী কমিউনিটি স্পেস তৈরি এখন সময়ের চাহিদা। গ্রামে নগরের সুবিধা সম্প্রসারণ করতে হলে কমিউনিটি স্পেস তৈরি ও বিনোদন ব্যবস্থার সংস্থান রাখার প্রয়োজন রয়েছে। নির্বাচনী ইশতেহারের ৩.১১ অধ্যায়ে উপজেলাকেন্দ্রিক মিনি স্টেডিয়াম, ইনডোর গেমস, মিনি সিনেমা হল, মাল্টিমিডিয়া সেন্টার, লাইব্রেরি এবং মিনি থিয়েটারের সুবিধাসম্পন্ন যুব বিনোদনকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য ইশতেহারে অঙ্গীকার করা হয়েছে। একই সাথে নির্বাচনী ইশতেহারের ৩.২৮ অধ্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সর্ব্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে খেলাধুলা ও শরীরচর্চাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পার্ক, খেলার মাঠসহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য কমিউনিটি স্পেস তৈরির বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। গ্রামে কমিউনিটি স্পেস উন্নয়নের জন্য জমি পাওয়া সহজ নয়। জমি অধিগ্রহণও ব্যয় বিবেচনায় যৌক্তিক নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনী ইশতেহারের ৩.১০, ৩.১১ এবং ৩.২৮ অধ্যায়ের প্রতিশ্রুতিসমূহ সমন্বয় এবং স্বল্পব্যয়ে অধিক কার্যকর কমিউনিটি স্পেস ও বিনোদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়েছে :

- যে সকল গ্রামীণ উচ্চ বিদ্যালয়/প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় বড় মাঠ আছে, উক্ত মাঠ ঘিরে শিশু-কিশোরদের, তরুণ, প্রবীণদের জন্য কমিউনিটি স্পেস পরিকল্পনা করা হবে। এতে শিশুদের খেলার সামগ্রী (স্থায়ী ধরনের কাঠামো যা বেশি রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হবে না), কিশোরদের জন্য মাঠে জায়গা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখা হবে। প্রবীণদের ইনডোর গেমসমূহ, লাইব্রেরির জন্য বিদ্যালয়ে একটি কক্ষ ব্যবহার করা যেতে পারে।

যে সকল গ্রামীণ উচ্চ বিদ্যালয়/প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় বড় মাঠ আছে, উক্ত মাঠ ঘিরে শিশু-কিশোরদের, তরুণ, প্রবীণদের জন্য কমিউনিটি স্পেস পরিকল্পনা করা হবে। এতে শিশুদের খেলার সামগ্রী (স্থায়ী ধরনের কাঠামো যা বেশি রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হবে না), কিশোরদের জন্য মাঠে জায়গা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখা হবে। প্রবীণদের ইনডোর গেমসমূহ, লাইব্রেরির জন্য বিদ্যালয়ে একটি কক্ষ ব্যবহার করা যেতে পারে।

- অনেক গ্রামে দানশীল ব্যক্তি/অনিবাসী বাংলাদেশিগণ কমিউনিটি স্পেসের জন্য জমি/বাড়ি প্রদানে আগ্রহী। একটি নীতিমালা তৈরি করে এ সকল উদ্যোগী/দাতাগণকে কমিউনিটি স্পেস তৈরিতে সম্পৃক্ত করা হবে।

অনেক গ্রামে দানশীল ব্যক্তি/অনিবাসী বাংলাদেশীগণ কমিউনিটি স্পেসের জন্য জমি/বাড়ি প্রদানে আগ্রহী। একটি নীতিমালা তৈরি করে এ সকল উদ্যোগী/দাতাগণকে কমিউনিটি স্পেস তৈরিতে সম্পৃক্ত করা হবে

- কিছু ক্ষেত্রে খাস জমি/পরিত্যক্ত ভবনকে কেন্দ্র করে কমিউনিটি স্পেস তৈরি হতে পারে। উপজেলা পরিষদকে যথার্থভাবে সম্পৃক্ত করে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।
- সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে পুকুর খাল খনন, পাড় তৈরি, বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম রয়েছে। এসব প্রকল্পে ওয়াকওয়ে ও বসার জন্য বেঞ্চ নির্মাণ বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হবে।
- কমিউনিটি স্পেস বিনির্মাণের জন্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিরূপণ ও সঠিক পরিচালনা সহজ নয়। বিভিন্ন পর্যায়ে ছোট ছোট কমিউনিটি স্পেস ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একক বা সরকারি উদ্যোগে স্থাপনা তৈরি করা হলেও সঠিক ব্যবস্থাপনা, অদূরদর্শী মনোভাব এবং মালিকানাবোধের (ওনারশিপ) অভাবে এ সকল ব্যবস্থাপনা টেকসই করা সম্ভব হয় না। এ পরিপ্রেক্ষিতে, কর্মপরিকল্পনায় পরিচালন পদ্ধতি তৈরিরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জীবনের সকল সমস্যা, সমাজের সবকিছুর চাহিদা পূরণের জন্য আমরা বোধ হয় অতিমাত্রায় রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। এই ধারা বৃটিশ আমল থেকেই চলে আসছে। বিদ্যাদান থেকে জলদান, স্বাস্থ্যব্যবস্থা থেকে সড়ক নির্মাণ, আইন-শৃঙ্খলা থেকে সংস্কৃতি-চর্চা সবকিছুর জন্যই আমরা হাত বাড়িয়ে অনুদান চাইছি রাষ্ট্রের কাছে। গ্রামীণ জনগণের সুস্বাস্থ্য ও বিনোদনে জনগণ ও সরকার উভয়কে এগিয়ে আসতে হবে।

সূত্র: দারিদ্র্য দূরীকরণ: কিছু চিন্তাভাবনা; শেখ হাসিনা; আগামী প্রকাশনী (২০১৫)

কমিউনিটি স্পেস ও বিনোদন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মকৌশল

নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার উপজেলাকেন্দ্রিক মিনি স্টেডিয়াম, ইনডোর গেমস, মাল্টিমিডিয়া সেন্টার, মিনি থিয়েটার, যুব বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণের জন্য উপজেলাভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন

অভিবাসী বাংলাদেশী/দানশীল ব্যক্তিগণকে উদ্বুদ্ধ করে কমিউনিটি স্পেস উন্নয়ন

নদী, খাল/পুকুর খনন প্রকল্পসমূহের সাথে সমন্বয় করে পাড়সমূহে ওয়াকওয়ে পার্ক তৈরি

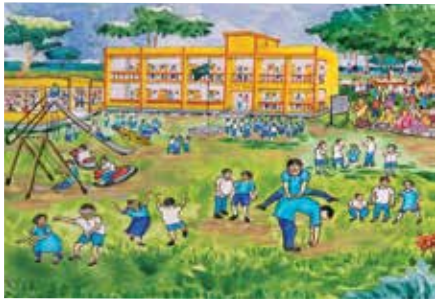

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠ ও পরিসর ব্যবহার করে শিশু, কিশোর ও প্রবীণদের জন্য খেলার মাঠ ও কমিউনিটি স্পেস উন্নয়ন

কমিউনিটি স্পেস উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য কার্যকর পরিচালন পদ্ধতি উদ্ভাবন

ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের পাশাপাশি কমিউনিটি লার্নিং-এর কাজে অধিকতর ব্যবহার উপযোগীকরণ

কমিউনিটি স্পেস ও বিনোদন ব্যবস্থা: কর্মপরিকল্পনা

মেয়াদকাল : ২০২০-২০২৩

লক্ষ্য:

১. দেশব্যাপী পল্লী অঞ্চলে ৫০০টি উচ্চ বিদ্যালয় বা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা সংলগ্ন স্থানে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কমিউনিটি স্পেস উন্নয়ন;

২. সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ২৫০টি খাস জলাশয় বা পুকুর/খাল-এর পাড় সংরক্ষণ করে ওয়াকওয়ে নির্মাণ (চলমান প্রকল্পের সংশোধন করে);

৩. সারা দেশে ৫০০টি গ্রামে দানকৃত জমি বা স্থাপনায় কমিউনিটি স্পেস বা বিনোদন ব্যবস্থা তৈরি;

৪. সারা দেশের ইউনিয়ন পরিষদসমূহে নির্মিত 'ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্র'-সমূহকে কমিউনিটি লার্নিং কাজে ব্যবহারে অধিকতর উপযোগী করা।

নীতি নির্ধারণ

ক্র.নং	প্রস্তাবিত নীতি/গাইডলাইন	সংশ্লিষ্টতা	নীতি/গাইডলাইনের উৎস	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	সময়সীমা
১.	উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর সাথে সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে পর্যাপ্ত স্থানসম্পন্ন বিদ্যালয়সমূহে খেলার মাঠ তৈরি এবং শিক্ষাক্রম পরবর্তী কমিউনিটির ব্যবহারের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ (৩.১০, ৩.২৮) এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা (১১.১, ১১.৭)	আমার গ্রাম-আমার শহর: জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	মার্চ ২০২০-ডিসেম্বর ২০২০
২.	কমিউনিটি স্পেস উন্নয়নে আগ্রহী দেশীয় নাগরিক এবং অনিবাসী বাংলাদেশীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন প্রকাশ এবং এ সংক্রান্ত বিস্তারিত নীতিমালা তৈরি	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ (৩.১০)			
৩.	উপজেলা পর্যায়ে খাসজমি বা পরিত্যক্ত জমি ইত্যাদি ব্যবহার করে কমিউনিটি স্পেস তৈরির জন্য সমঝোতা স্মারক এবং নীতিমালা তৈরি	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ (৩.১০) এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা (১১.১, ১১.৭)			এপ্রিল ২০২০-ডিসেম্বর ২০২০

কমিউনিটি স্পেস ও বিনোদন ব্যবস্থা: সমীক্ষা এবং গবেষণা

ক্র.নং	সমীক্ষা/গবেষণা কার্যক্রম	সংশ্লিষ্টতা	সমীক্ষা/গবেষণার উৎস	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	সময়সীমা
১.	দানকৃত জমি/ স্থাপনায় কমিউনিটি স্পেস ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ (৩.১০)	'আমার গ্রাম-আমার শহর': জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ	এলজিইডি	মার্চ ২০২০-জুলাই ২০২০
২.	(উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে) বিদ্যালয়সমূহে টেকসই আউটডোর গেমসের অবকাঠামো স্থাপন সম্পর্কিত কয়েকটি মডেল উদ্ভাবন (বিভিন্ন আয়তনের পরিসর ব্যবহার করে)				মার্চ ২০২০-অক্টোবর ২০২০
৩.	দেশব্যাপী প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম, যুব বিনোদন কেন্দ্র, লাইব্রেরি ইত্যাদি স্থাপনের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নের গাইডলাইন তৈরি	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ (৩.১১)			মার্চ ২০২০-জুলাই ২০২০
৪.	গ্রামে অবস্থিত সরকারি/বেসরকারি প্রাথমিক/মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ কমিউনিটি স্পেস হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ (৩.১০, ৩.২৮)			ফেব্রুয়ারি ২০২০-ফেব্রুয়ারি ২০২১

কমিউনিটি স্পেস ও বিনোদন ব্যবস্থা: বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

ক্র. নং	প্রস্তাবিত প্রকল্প	কার্যক্রম	সংশ্লিষ্টতা	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	সময়সীমা					মোট (সংখ্যা)	সম্ভাব্য ব্যয় (কোটি টাকা)	মন্তব্য
					২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪			
১.	দেশব্যাপী পল্লী অঞ্চলে ৫০০টি উচ্চ বিদ্যালয় বা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানে কমিউনিটি স্পেস নির্মাণ প্রকল্প	কমিউনিটি স্পেস উন্নয়ন	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এসডিজি	এলজিইডি		১০০	২০০	১৫০	৫০	৫০০	১,৫০০	প্রতিটি উপজেলায় ১টি প্রাথমিক/ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্বাচন করে সেখানে কমিউনিটি স্পেস তৈরি করা হবে
২.	চলমান "সারা দেশে পুকর খাল খনন প্রকল্প"-এ সম্ভাব্য খাল/জলাশয়ের পাড় সংরক্ষণ ও ওয়াকওয়ে নির্মাণ					৫০	৫০	১০০	১০০	৩০০	১,০০০	চলমান জিওবি প্রকল্প সংশোধন করা হবে
৩.	সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে সারা দেশে ৫০০টি গ্রামে দানকৃত জমি বা স্থাপনায় কমিউনিটি স্পেস নির্মাণ প্রকল্প					১০০	১৫০	১৫০	১০০	৫০০	১,২০০	দেশিয় নাগরিক/ অনিবাসী বাংলাদেশিদের সম্পৃক্ত করে জিওবি প্রকল্প
৪.	দেশব্যাপী ইউনিয়ন পরিষদসমূহে নির্মিত 'ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্র'-সমূহকে কমিউনিটি লার্নিং এর কাজে ব্যবহারে অধিকতর উপযোগী করা		নির্বাচনী ইশতেহার এসডিজি			১০০	১৫০	১৫০	১০০	৫০০	৪০০	সারা দেশে ইউনিয়ন পরিষদসমূহে 'ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে। এই তথ্য কেন্দ্রসমূহকে তথ্য সেবা সরবরাহ করা ছাড়াও গ্রামের জনগণের জন্য কমিউনিটি লার্নিং স্পেস হিসেবে ব্যবহার করা হবে

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১১

টেকসই শহর ও কমিউনিটি

লক্ষ্যমাত্রা ১১.৭: ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিশেষ করে নারী, শিশু, প্রবীণ, ও প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অবারিত (প্রবেশাধিকারযুক্ত), সবুজ ও উন্মুক্ত স্থানে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার প্রদান করা।

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮

ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ সুবিধার সম্প্রসারণে পরিকল্পিত উদ্যোগ নেওয়া হবে। নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮; ৩.২৮

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে খেলাধুলা ও শরীর চর্চাকে শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮; ৩.২৮

প্রবীণদের জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে যানবাহন এবং আবাসিক স্থানগুলোতে প্রবীণদের জন্য আসন/পরিসর নির্ধারণ তৃণমূল পর্যায়ে প্রবীণদের জেরিয়াট্রিক স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ এবং হাসপাতাল, বিমানবন্দর, বিভিন্ন স্থাপনা ও যানবাহনে ওঠা-নামার ব্যবস্থা প্রবীণবান্ধব করে গড়ে তোলা হবে।
নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮; ৩.২৫

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা (মাস্টারপ্ল্যান)

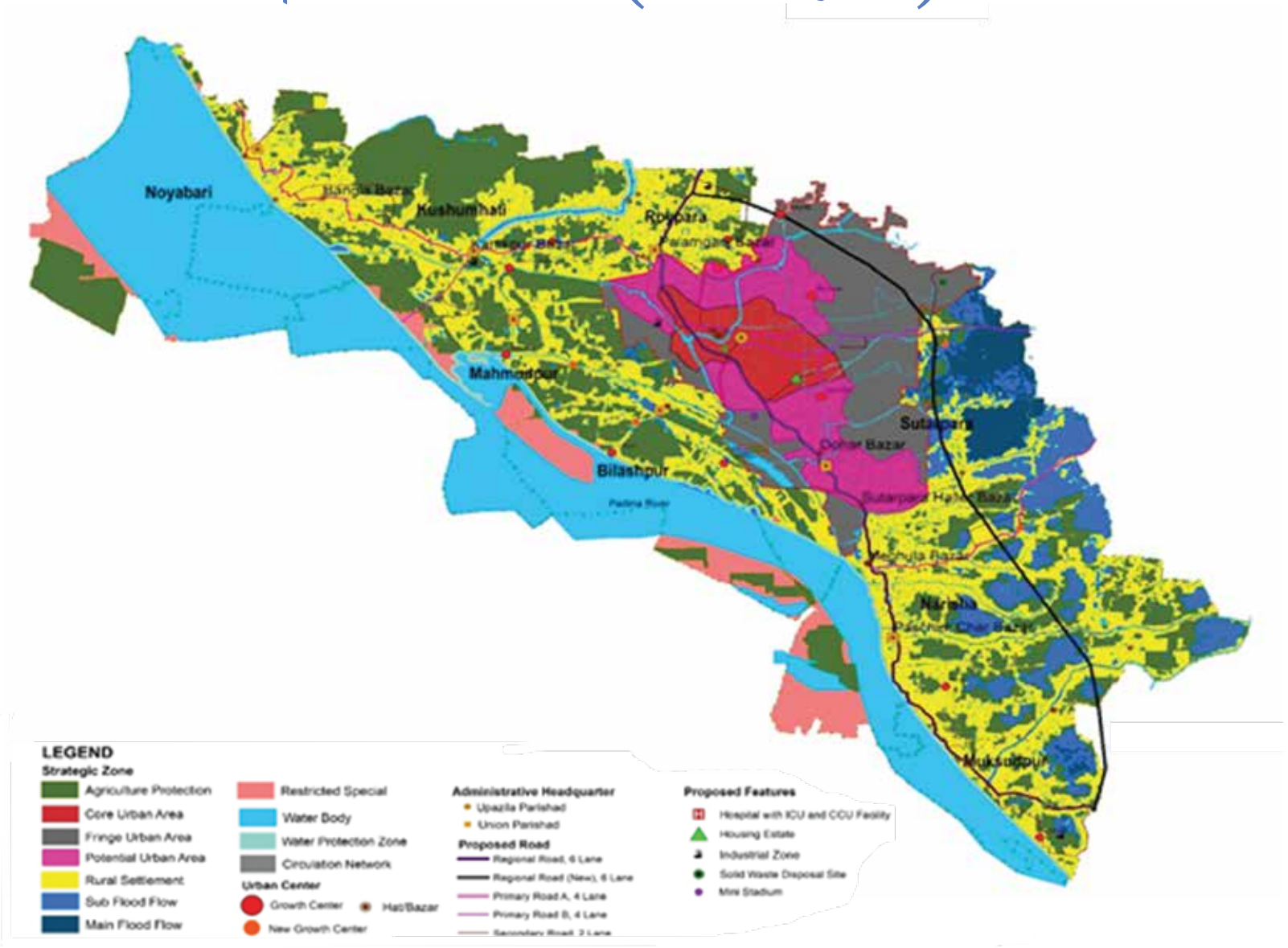

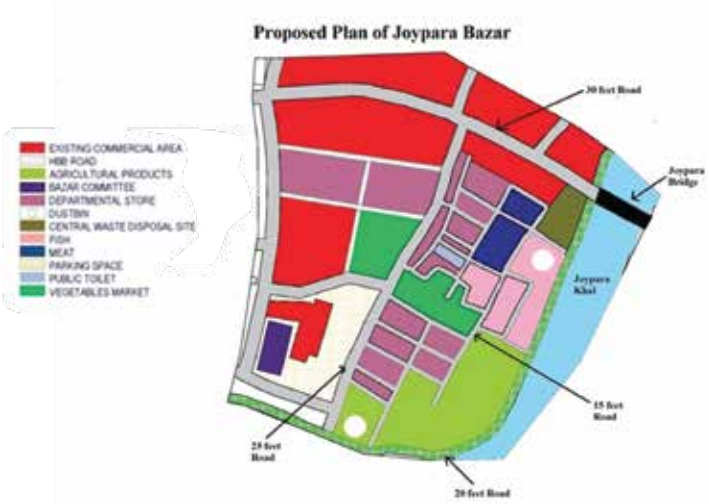

Proposed Plan of Joypara Bazar
EXISTING COMMERCIAL AREA
HBB ROAD
AGRICULTURAL PRODUCTS
BAZAR COMMITTEE
DEPARTMENTAL STORE
DUSTBIN
CENTRAL WASTE DISPOSAL SITE
FISH
MEAT
PARKING SPACE
PUBLIC TOILET
VEGETABLES MARKET
30 feet Road
Joypara Bridge
Joypara Khal
15 feet Road
25 feet Road
20 feet Road

WATERFRONT DEVELOPMENT
BACKGROUND

ACTION PLAN FOR CULTURAL CENTER
Paschim Doltopara Road
Parking Area
Music Academy
Hall Room
Dance Academy
Art Center
Amphitheater
Legend
Ward Boundary
Plot Boundary
Mouza Boundary
Regional Road
Primary Road
Railway
Waterbodies
Art Center
Dance Academy
Green Area
Hall Room
Music Academy
Parking Area
Major Road
Walkway

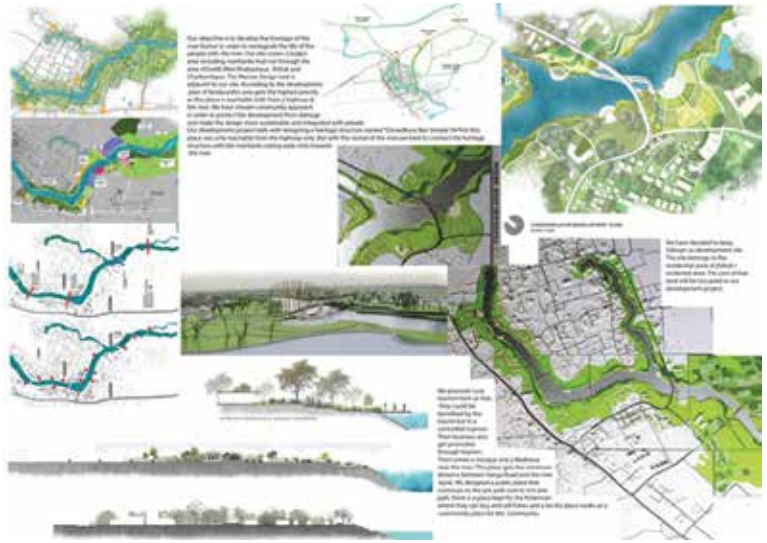

পটভূমি

বাংলাদেশ ষড়ঋতু বৈচিত্র্যের একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশ পরিচালনায় সুসংগঠিত কাঠামো বিদ্যমান থাকায় বিভিন্ন ক্রান্তি অতিক্রম করে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সহকারে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী। বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে বেশ কয়েকটি চিহ্নিত বাঁধা রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম জনসংখ্যার উচ্চ হারের তুলনায় সীমিত ভূমি। এর পাশাপাশি ভৌগলিক অবস্থান ও ভূপ্রকৃতির কারণে সৃষ্ট আপদ ও দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক অভিঘাত, বন্যা, খরা, অপরিকল্পিত নগর-জনপদ-বসতি উন্নয়ন, বৈষম্য প্রভৃতি। স্বাধীনতা পরবর্তী ৪৮ বছরে দেশের আয়তন (১,৪৮,৪০০ ব.কি.মি.) বৃদ্ধি না পেলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় আড়াই গুণ (৭ কোটি থেকে ১৮ কোটি)। ফলে বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল দেশে (জনঘনত্ব ১১৭৪ জন/প্রতি বর্গকিলোমিটার)। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ প্রধানত গ্রাম নির্ভর কৃষি প্রধান দেশ, ফলে ভূমি এখানে জীবন-জীবিকা, সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের অন্যতম প্রধান সম্পদ। জনসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধির কারণে বর্তমানে দেশে জনপ্রতি ভূমির গড় পরিমাণ মাত্র ০.০৬ হেক্টর যা পৃথিবীর মধ্যে প্রায় ন্যূনতম (এফএও ২০১৩)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবে দেশে বৃদ্ধি পেয়েছে বসতি, নগরায়ণ, শিল্পায়ন এবং হ্রাস পেয়েছে কৃষি, জলাশয় ও বনভূমি। গবেষণায় দেখা যায় ১৯৭৬-২০০০, ২০০০-২০১০ এবং ২০১০-২০১৮ মেয়াদে বাংলাদেশে কৃষি ভূমি হ্রাসের বাৎসরিক গড় হার যথাক্রমে ১.১৭২, ০.৪১৬ এবং ০.২৪৪ (ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০)। পক্ষান্তরে দেখা যায় মোট ভূমির তুলনায় বাংলাদেশে গ্রামীণ বসতির পরিমাণ ১৯৭৬ সালে ছিল শতকরা ৬.১১ ভাগ যা ২০০০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় শতকরা ১০.০৩ ভাগ এবং ২০১০ সালে শতকরা ১২.২ ভাগ (ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০)। বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতির কারণে ভূমি, জলাশয়, বনভূমি, জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা সামগ্রিক পরিবেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপরদিকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন তথা প্রায় কোটি মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, শিল্প-কলকারখানা, যোগাযোগসহ বহুমাত্রিক ভৌত ও অভৌত বিষয় গুরুত্বপূর্ণ।

বিগত সময়ে সামষ্টিক ও ব্যক্তি প্রয়োজনে নির্মিত হয়েছে বাড়িঘর, শিল্প কারখানা, রাস্তাঘাটসহ বহু অবকাঠামো। তবে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় সকল নগর জনপদ ও অবকাঠামো গড়ে না ওঠার কারণে একদিকে কৃষি ভূমি, জলাশয়, বনভূমিসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে কমছে, অপরদিকে ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তা, দুর্যোগ মোকাবেলাসহ গড়ে ওঠা নগর জনপদ বাসযোগ্য ও টেকসই করা দুরূহ হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণসহ দেশের সার্বিক লক্ষ্য পূরণ তথা সকল মানুষের উন্নয়ন সহযোগে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হতে হলে দেশের সকল অংশের জন্য ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। উন্নত ও উন্নয়নশীল সকল দেশের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে দেখা যায় উন্নয়ন টেকসই করার ক্ষেত্রে তারা নিজ দেশের সকল এলাকার ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে ও উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তিনটি ভিন্ন কিন্তু পরস্পর

সকল উপজেলার জন্য তিন স্তর বিশিষ্ট মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন সময় সাপেক্ষ বিষয়। মাস্টারপ্ল্যানের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা যাবে না আবার অপরিকল্পিত উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়নের ধারাবাহিকতাও নষ্ট করা যাবে না। এ দু'য়ের মেলবন্ধন ঘটানোর জন্য উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানে নিম্নবর্ণিত দুই ধাপের কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথম ধাপে, ২০২১ সালের মধ্যে জাতীয় ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন। এতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ফসলি জমি রক্ষা করে বসতবাড়ি, খেলারমাঠ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, শিল্পাঞ্চল ইত্যাদির জন্য সুনির্দিষ্ট ও আলাদাভাবে জায়গাসমূহ চিহ্নিত করা হবে।

দ্বিতীয় ধাপে, ২০৩০ সালের মধ্যে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত তিনস্তরের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কার্যক্রম, পরিবেশ ইত্যাদি বিবেচনায় উপজেলাসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নপূর্বক মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হবে

সারা দেশে ভূমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অপরিকল্পিত উন্নয়ন বন্ধে উপজেলাভিত্তিক মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে। জনগণের অর্থ সাশ্রয় ও কৃষি জমি রক্ষায় উপজেলাগুলোতে অপরিকল্পিত উন্নয়ন অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রাস্তা ও চলাচলের জন্য পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। মাস্টারপ্ল্যানের লে-আউটে আবাসন, হাসপাতাল, মার্কেট, স্কুল, কলেজ, খেলার মাঠ, কৃষি-খামার, শিল্প কারখানা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে। আমরা যদি সঠিকভাবে এটি করতে পারি, তাহলে জনগণ এটি গ্রহণ করবে। আজ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা।

গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা

সম্পর্কযুক্ত প্রেক্ষিত: প্রাকৃতিক সম্পদের অপরিণামদর্শী ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আর্থ-সামাজিক বিন্যাস এবং টেকসই উন্নয়নের চাহিদা পূরণে সক্ষম অবকাঠামো ও পরিবেশ নিশ্চিতকরণ বাংলাদেশের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদে উন্নয়ন পরিকল্পনা তথা মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার যথাযথ অনুসরণকে আজ দেশের অন্যতম অগ্রাধিকার চাহিদায় পরিণত করেছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনার ধারণা

উন্নয়ন পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনা হলো কোন নির্দিষ্ট এলাকা/শহর বা অঞ্চলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রণীত সার্বিক উন্নয়ন রূপকল্প, উদ্দেশ্য, নীতি-কৌশল, পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পন্থার সংকলন। নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ-প্রতিবেশসহ সামাজিক, আর্থিক ও অন্যান্য মানবিক কর্মকাণ্ড বিবেচনাপূর্বক ভৌত বিষয়াদি যেমন: ভূমি ব্যবহার, পরিবহন, নিষ্কাশন, বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবাসহ অন্যান্য বিষয়ের উপর মহাপরিকল্পনা/উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশে সাধারণত: তিনস্তর বিশিষ্ট ও একাধিক উপাদান পরিকল্পনার সমন্বয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। যেমন: (১) দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা, (২) মধ্যমেয়াদী খাতভিত্তিক পরিকল্পনা এবং (৩) স্বল্পমেয়াদী বিশদ এলাকা পরিকল্পনা (যা মূলত বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা)। উপাদান পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে কাঠামো পরিকল্পনা (দীর্ঘমেয়াদী), ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, নিষ্কাশন ও পরিবেশগত পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রভৃতি।

একটি মহাপরিকল্পনা বা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বহুমাত্রিক জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল ও প্রচেষ্টার প্রয়োগসহ ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অনুসরণের প্রয়োজন হয়। ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রধান প্রধান কার্যক্রম যথাক্রমে সমগ্র শহর/অঞ্চল/উপজেলার বর্তমান ভৌত ও অভৌত অবস্থার বিশ্লেষণ ও মৌজা মানচিত্রের উপর সন্নিবেশ; ভবিষ্যৎ অবস্থা নিরূপণ; আইন ও বিধি-বিধান বিশ্লেষণ; সমস্যা, সম্ভাবনা, চাহিদা সম্পর্কে অংশীজন/এলাকাবাসীর অভিমত ও পরামর্শ গ্রহণ; বিকল্প উপায়সমূহ বিশ্লেষণ; নীতি/কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রভৃতি সম্পন্ন করতে হয়। উপজেলা ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে বিভিন্ন রকম সার্ভে ও স্টাডি সম্পন্ন করতে হয় যার মধ্যে অন্যতম কনট্যুর সার্ভে, জিওলোজিক্যাল সার্ভে, হাইড্রোলোজিক্যাল সার্ভে, ফিজিক্যাল ফিচার সার্ভে; ল্যান্ড ইউজ সার্ভে, ট্রান্সপোর্ট সার্ভে, সোশিও-ইকোনমিক সার্ভে, ফরমাল ইনফরমাল সার্ভে, পার্টিসিপেটরি র‍্যাপিড অ্যাপ্রাইজাল (পিআরএ), ঝুঁকি নিরূপণ জরিপ, কৃষি জরিপ, ফ্লোরাফোনা সার্ভে প্রভৃতি। পরিকল্পনা প্রণয়নকারী একটি দল কাজ করলে সাধারণত ২০০ থেকে ৩০০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের একটি উপজেলার জন্য মৌজাসহ বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, বিভিন্ন ধরনের জরিপ সম্পন্ন, জনসংযোগসহ সকল ধাপের কাজ শেষ পূর্বক একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা বা মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে প্রায় ৩ বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। অপরদিকে একই দল ৩ থেকে ৫টি উপজেলার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে নিয়োজিত থাকলে পরিকল্পনা সম্পন্নে প্রায় ৪ থেকে ৫ বছর সময় প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা বা মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অনুশীলন

বাংলাদেশে নগর পরিকল্পনার ইতিহাস যথেষ্ট নবীন। ইতোপূর্বে বাংলাদেশে যত মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে তার সবই শহর এলাকার জন্য। রাজধানীসহ সকল মহানগরীর জন্য স্ব স্ব উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক এবং ২৫৬টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য এলজিইডি কর্তৃক মহাপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (ইউডিডি) প্রথম গ্রাম-শহর সম্মিলিতভাবে সমগ্র উপজেলার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু করে। ইউডিডি এ পর্যন্ত ১৬টি উপজেলার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং আরও ৯টি উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। তবে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা বিশেষত সময়মতো অনুমোদন না হওয়া, বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব, বিধি-বিধান না থাকা, সুশাসনের অভাব প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশে ইতোপূর্বে প্রণীত উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন আশাব্যঞ্জক নয়।

বর্তমান প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের মত ক্ষুদ্র আয়তনের দেশে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে সকলের জন্য নাগরিক পরিষেবা, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা না গেলে শহরগুলো ধীরে ধীরে স্থাপনার জঞ্জালে পরিণত হতে পারে, যেখানে যানজট, জলাবদ্ধতা, বিশৃঙ্খলা, বৈষম্য প্রভৃতি নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হবে। আরও বৃহত্তর পরিসরে তথা গ্রাম-শহর বা সমগ্র উপজেলার ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও বেশি প্রযোজ্য। গ্রাম অঞ্চলে যত্রতত্র বাড়িঘর ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের ফলে একদিকে কৃষিজমি নষ্ট হচ্ছে, পাশাপাশি খাল-বিল, নদী-নালা দখল ও ভরাট হয়ে দেশ পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। কৃষি জমি সংরক্ষণ ও অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য যা সরকারের বিভিন্ন নীতিমালায় প্রতিফলিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১০

ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেন যা নিম্নরূপ:

'স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক উপজেলাভিত্তিক মাস্টারপ্ল্যান তৈরি এবং সে অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ফসলি জমি রক্ষা করে বসতবাড়ি, খেলারমাঠ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, শিল্পাঞ্চল ইত্যাদির জন্য সুনির্দিষ্ট ও আলাদাভাবে চিহ্নিত থাকতে হবে।'

বাস্তব চাহিদা পূরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা প্রতিপালনে বাংলাদেশের সকল উপজেলার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা জরুরি। ভালো ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি দলে একাধিক অভিজ্ঞ নগর পরিকল্পনাবিদসহ বিভিন্ন বিষয় বিশেষজ্ঞের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন হয়। বর্তমানে দেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে এমন অভিজ্ঞ পরিকল্পনাবিদের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। একই চিত্র রয়েছে সার্ভে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগত বিষয়ের ক্ষেত্রে। একইভাবে দেশে নিয়মিতভাবে মহাপরিকল্পনা বা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত না হওয়ায় পর্যাপ্ত সংখ্যক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। দেশে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি-জনবল-যন্ত্রপাতি সম্পন্ন সার্ভে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২০/২৫টির অধিক হবে না। এই সার্বিক প্রেক্ষাপটে অধিবেশন-৬ এ উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে প্রয়োজনীয় আলোচনা ও সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়।

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে চ্যালেঞ্জসমূহ:

- অভিজ্ঞ জনবলের অভাব: কারিগরি জনবল তথা দক্ষ ও অভিজ্ঞ নগর পরিকল্পনাবিদসহ অন্যান্য পেশাজীবী এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অভাব,
- আইনগত সীমাবদ্ধতা: উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়নের বিষয়টি বিদ্যমান উপজেলা পরিষদ আইনে অনুপস্থিত;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব: উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা প্রভৃতি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় লোকবল অনুপস্থিতি। এ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যবিধিসহ অর্গানোগ্রাম সংস্কার প্রয়োজন;
- অর্থায়ন: পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা জরুরি, বাজেট সীমাবদ্ধতার কারণে পরিকল্পনা প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট ডিপিপির অনেক পরিকল্পনা/উপাদান বাদ দেয়া হয়;
- অংশীজনদের অংশগ্রহণ ও মতামত: পরিকল্পনা প্রণয়নের সকল পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণের অংশগ্রহণ জরুরি যা বর্তমানে কম চর্চিত হয়;
- বিভিন্ন সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে সমন্বয়: মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় কম। সকল বিভাগ/দপ্তরকে মহাপরিকল্পনা অনুসরণে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করা জরুরি।
- রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা: স্থানীয় থেকে কেন্দ্রীয় সকল পর্যায়ে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সহযোগিতা ও সংশ্লিষ্টতা প্রয়োজন।

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন কর্মকৌশল

সকল উপজেলার জন্য তিনস্তর বিশিষ্ট মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন সময় সাপেক্ষ বিষয়। কিন্তু ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির মধ্যম আয়ের বাংলাদেশে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে অনেক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। মাস্টারপ্ল্যানের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা যাবে না আবার অপরিকল্পিত উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়নের ধারাবাহিকতাও নষ্ট করা যাবে না। এ দু'য়ের মেলবন্ধন ঘটানোর জন্য উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানে নিম্নবর্ণিত দুই ধাপের কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথম ধাপে, ২০২১ সালের মধ্যে জাতীয় ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন। এতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ফসলি জমি রক্ষা করে বসতবাড়ি, খেলারমাঠ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, শিল্পাঞ্চল ইত্যাদির জন্য সুনির্দিষ্ট ও আলাদাভাবে জায়গাসমূহ চিহ্নিত করা হবে।

দ্বিতীয় ধাপে, ২০৩০ সালের মধ্যে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত তিনস্তরের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। উল্লেখ্য যে, দু'টি ধাপ পর্যায়ক্রমিকভাবে শুরু না হয়ে একই সঙ্গে শুরু হবে এবং প্রথম ধাপের কাজ প্রথম দু'তিন বছরের মধ্যে শেষ হবে। প্রথম ধাপে প্রাপ্ত ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিস্তারিত মাস্টারপ্ল্যান তৈরি হওয়ার আগ পর্যন্ত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যবহার করা হবে। দ্বিতীয় ধাপের কাজ ২০৩০ সাল পর্যন্ত চলমান থাকবে। এর মধ্যে যে সকল উপজেলার মাস্টারপ্ল্যান তৈরির কাজ সম্পন্ন হবে, তা বাস্তবায়নের জন্য উপজেলার কাছে হস্তান্তর করা হবে। উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানের প্রয়োগ এবং সে অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপজেলাগুলোতে নগর পরিকল্পনাবিদসহ অন্যান্য সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। কর্মপরিকল্পনায় এ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা (মাস্টারপ্ল্যান) কর্মকৌশল

আন্তঃমন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়

উপজেলা পর্যায়ে নগর পরিকল্পনাবিদ পদ সৃষ্টিসহ উপজেলা পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি

২০২১ সালের মধ্যে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন, কৃষি জমি বসতবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাটবাজার, শিল্পাঞ্চল সুনির্দিষ্ট ও চিহ্নিতকরণ

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও পরিবেশ বিবেচনায় মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের জন্য উপজেলাসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন

২০৩০ সালের মধ্যে তিনস্তর বিশিষ্ট উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার সকল কার্যক্রম সম্পন্ন

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা (মাস্টারপ্ল্যান): কর্মপরিকল্পনা

মেয়াদ : ২০২০-২০২৩

লক্ষ্য:

১. ২০২১ সালের মধ্যে জাতীয় ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন;

২. ২০৩০ সালের মধ্যে সকল উপজেলার জন্য গ্রামে শহরের সুবিধা সম্প্রসারণ সহযোগে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন;

৩. উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় দপ্তর/সংস্থার আইনগত, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার;

৪ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য সংশ্লিষ্ট সকল স্থানীয় সরকার ও দপ্তর/সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি।

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা (মাস্টারপ্ল্যান): নীতি নির্ধারণ ও গাইডলাইন প্রণয়ন

ক্র.নং	প্রস্তাবিত নীতি/গাইডলাইন	সংশ্লিষ্টতা	নীতি/গাইডলাইনের উৎস	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	সময়সীমা
১.	২০৩০ সালের মধ্যে জেলা ও উপজেলা সমন্বয়ে আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে নীতিমালা প্রণয়ন	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮; এসডিজি ১১.৩, ১১.ক; ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন ও 'আমার গ্রাম-আমার শহর': জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ;	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পরিকল্পনা কমিশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, অন্যান্য বিভাগ/ সংস্থা	ফেব্রুয়ারি ২০২০-এপ্রিল ২০২১
২.	ভৌত পরিকল্পনা আইন প্রণয়ন ও অনুমোদন এবং মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার (উপজেলা/জেলা) আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংস্কার।				ফেব্রুয়ারি ২০২০-জুন ২০২০
৩.	২০২১ সালের মধ্যে জাতীয় ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পনা (মাস্টারপ্ল্যান) প্রণয়নের জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সংস্থাভিত্তিক দায়িত্ব প্রদান			স্থানীয় সরকার বিভাগ	ফেব্রুয়ারি ২০২০-জুন ২০২০
৪.	গ্রামে শহরের সুবিধা সম্প্রসারণ সহযোগে আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (জেলা ও উপজেলা) প্রণয়নে পরিকল্পনার স্তর, উপাদান ও অধিক্ষেত্র নির্ধারণে অগ্রাধিকারভিত্তিক নির্দেশনা প্রদান				ফেব্রুয়ারি ২০২০-এপ্রিল ২০২০
৫.	গ্রামাঞ্চলে কৃষিজমি নষ্ট করে নতুন বসতি, বাজার, শিল্প, সড়ক প্রভৃতি নির্মাণ নিরুসাহিত করতে পরিকল্পনায় নির্দেশিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুসরণের নির্দেশনা জারি				ফেব্রুয়ারি ২০২০-জুন ২০২০
৬.	আঞ্চলিক পরিকল্পনা তথা জেলা ও উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন দপ্তর, স্থানীয় সরকার ও পেশাজীবী ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব, অধিক্ষেত্র ও সমন্বয়ের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই এবং নীতিমালা ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান				

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা (মাস্টারপ্ল্যান): গবেষণা/সমীক্ষা

ক্র.নং	প্রস্তাবিত গবেষণা/সমীক্ষা	সংশ্লিষ্টতা	সমীক্ষা/গবেষণার উৎস	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	সময়সীমা
১.	পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাচনের সূচক নির্ধারণ ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এসডিজি ১১.৩, ১১.ক ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন ও 'আমার গ্রাম-আমার শহর': জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ	স্থানীয় সরকার বিভাগ, এলজিইডি	ফেব্রুয়ারি ২০২০-জানুয়ারি ২০২১
২.	উপজেলা, পৌরসভাসহ অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন, বাস্তবায়ন ও নিয়মিত তদারকিতে সংশিষ্ট সরকারি সংস্থা, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞের প্রাপ্যতা, যাচাই ও করণীয় সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন/ সুপারিশ প্রদান				এপ্রিল ২০২০-ডিসেম্বর ২০২০
৩.	প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে গ্রামে শহরের সুবিধা সম্প্রসারণ সহযোগে বর্তমান সময়ের উপযোগী উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতি প্রণয়নে পরিকল্পনার স্তর, উপাদান ও অধিক্ষেত্র নির্ধারণ				
৪.	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংস্থার বর্তমান সক্ষমতা, কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী সংস্কার প্রয়োজন সেসকল বিষয় নিরূপণ।				

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা (মাস্টারপ্ল্যান): বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

ক্র. নং	প্রস্তাবিত প্রকল্প	কার্যক্রম	সংশ্লিষ্টতা	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	সময়সীমা					মোট (সংখ্যা)	সম্ভাব্য ব্যয় (কোটি টাকা)	মন্তব্য
					২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪			
১.	২০২১ সালের মধ্যে জাতীয় ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন	জাতীয় ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পনা	প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন নির্বাচনী ইশতেহার এসডিজি (১১.৩)	পরিকল্পনা কমিশন/ এলজিইডি/ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	-	-	-	-	-	-	৫০	-
২.	২০৩০ সালের মধ্যে সকল উপজেলার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প অনুমোদন	তিনস্তর বিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা		এলজিইডি	-	-	-	৮০	১০০	১৮০টি	৩,৩০০	২০৩০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলার মাস্টারপ্ল্যান তৈরি সম্পন্ন করা হবে। এর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন করা হবে
৩.	উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী ও জনপ্রতিনিধিদের ধারণা ও দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান	ক. প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও ম্যানুয়াল তৈরি খ. প্রশিক্ষণ প্রদান					২০	৮০	১০০	২০০টি	৫০	

উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ইউনিয়ন পরিষদের জনবল বৃদ্ধি

গ্রামীণ জনগণের কাছে নগর সুবিধা পৌঁছে দিতে এবং স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করতে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সেবা প্রদান, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য কারিগরি জনবল প্রয়োজন। 'আমার গ্রাম-আমার শহর' অঙ্গীকারে বর্ণিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুবিধা প্রদানের জন্যও জনবল প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে বর্তমান জনবল কাঠামো পুনর্গঠন, ট্যাক্স আদায়ের পরিধি বাড়ানোর উপায় এবং সরকারের সংশ্লিষ্টতা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন।

কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য

উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে আওতাধীন গ্রামসমূহে নাগরিক সেবাসমূহ সম্প্রসারণ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিচালন-রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি

ক্র.নং	প্রস্তাবিত কার্যক্রম	সংশ্লিষ্টতা	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	মেয়াদকাল
১.	ইউনিয়ন পরিষদের ট্যাক্স নেট ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ সম্প্রসারণ বিষয়ে গাইডলাইন তৈরি	নির্বাচনী ইশতেহার ৩.৭, ৩.১০	স্থানীয় সরকার বিভাগ	মার্চ ২০২০- জুন ২০২০
২.	বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদের সম্পৃক্ততা বিষয়ে গাইডলাইন তৈরি			
৩.	উপজলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদে জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাবনা তৈরি			মার্চ ২০২০- জুলাই ২০২০

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা, বিদ্যুৎ-জ্বালানি নিরাপত্তা, ডিজিটাল প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহার

এ বিশেষ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদ আইন অনুসারে হস্তান্তরিত বিষয়ের নিয়ন্ত্রণকারী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে সমন্বিতভাবে কাজ করার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদকে অধিকতর সম্পৃক্ত করা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে স্থানীয় সরকার বিভাগের কার্যকর সমন্বয়ের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে।

কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য

'আমার গ্রাম-আমার শহর' নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, সংস্থার সাথে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং দেশব্যাপী উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকর সমন্বয় প্রতিষ্ঠা

ক্র.নং	প্রস্তাবিত কার্যক্রম	সংশ্লিষ্টতা	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	সময়সয়মা
১.	'আমার গ্রাম-আমার শহর' অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের কর্মপরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয়	নির্বাচনী ইশতেহার ৩.১০	'আমার গ্রাম- আমার শহর' আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি	মার্চ ২০২০ - ডিসেম্বর ২০২০
২.	'আমার গ্রাম-আমার শহর' অঙ্গীকার বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদের সম্পৃক্ততা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমসমূহ সমন্বয়ের বিষয়ে গাউডলাইন তৈরি	নির্বাচনী ইশতেহার ৩.১০	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ স্থানীয় সরকার বিভাগ	মার্চ ২০২০ - ডিসেম্বর ২০২০

গ্রামীণ গৃহায়ন/কম্প্যাক্ট টাউনশিপ

২০৪১ সালে দেশের জনসংখ্যা হবে প্রায় ২২ কোটি। দেশে বর্তমানে প্রতিবছর শতকরা ০.৫-১ হারে কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে এবং তার একটি বড় অংশ বসত ভিটায় রূপান্তরিত হচ্ছে। কৃষি জমি হ্রাসের এ হার অব্যাহত থাকলে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এবং গ্রামের জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হবে তথা গ্রাম তার বৈশিষ্ট্য হারাবে। এ জন্য, গ্রামে বহুতল ভবন নির্মাণ এবং ক্রমশ বিচ্ছিন্ন খানা/বাড়ি/বসতিসমূহকে একত্রিত করে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ নির্মিত হলে নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণ সহজ হবে। কম্প্যাক্ট টাউনশিপ হলো জনবহুল গ্রামসমূহে সব নাগরিক সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করে বহুতল ভবনের সমন্বয়ে একটি টাউনশিপ নির্মাণ। কম্প্যাক্ট টাউনশিপের ফলে-

- সড়ক, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে;
- গ্রামসমূহকে সহজে বন্যামুক্ত রাখা যাবে;
- এ ধরনের গ্রামে আদর্শ বিদ্যালয় এবং হাসপাতাল/ক্লিনিক থাকলে সহজেই শিক্ষা/স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা যাবে;
- কৃষিজমি বাঁচবে এবং দীর্ঘমেয়াদে দেশ বাসযোগ্য থাকবে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের 'পল্লী জনপদ' নামে সমজাতীয় একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। নগর সুবিধা সম্প্রসারণে কম্প্যাক্ট টাউনশিপের ধারণাটি বাস্তবায়ন বিষয়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত সংস্থা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য

গ্রামীণ গৃহায়ন/কম্প্যাক্ট হাউজিং-এর সম্ভাব্যতা যাচাই, বাস্তবায়নে উপযুক্ত সংস্থা নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন।

ক্র.নং	প্রস্তাবিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	সময়সীমা
১.	আন্তঃমন্ত্রণালয় আলোচনার মাধ্যমে গ্রামীণ গৃহায়ন/ কম্প্যাক্ট হাউজিং-এর সম্ভাব্যতা যাচাই এবং গবেষণার জন্য উপযুক্ত সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান	স্থানীয় সরকার বিভাগ; গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়; পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	মার্চ ২০২০- জুন ২০২০
২.	গ্রামীণ গৃহায়ন/ কম্প্যাক্ট হাউজিং, সম্ভাব্যতা যাচাই এবং এর বাস্তবায়ন নীতিমালা, গাইডলাইন প্রণয়ন	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	মার্চ ২০২০ - ডিসেম্বর ২০২০

পাইলট গ্রাম প্রকল্প

সারা দেশের ৮টি বিভাগের ৮টি উপজেলার নির্বাচিত ৮টি গ্রাম এবং নির্বাচিত ৭ টি অঞ্চলের (হাওর, চর, পার্বত্য, উপকূল, বরেন্দ্র, মধ্যাঞ্চলের বিল এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল সংলগ্ন দু'টি) ৭টি উপজেলার ৭টি গ্রাম- মোট ১৫টি গ্রামে ২০৪১ সালের ভিশন অনুযায়ী পাইলট গ্রাম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। পাইলট গ্রাম নির্বাচনে মাস্টারপ্ল্যান সম্পন্ন হওয়া গ্রামও গ্রহণ করা যেতে পারে। ইতোমধ্যে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ১৪টি উপজেলায় মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব উপজেলা হলো- দোহার, নবাবগঞ্জ, শিবচর, রায়পুর, শিবপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, ফরিদপুর সদর, বাগমারা, গাংনী, সাঘাটা, সোনাতলা, সারিয়াকান্দি, রামু এবং রাঙ্গুনিয়া। আরো ৪ টি উপজেলায় এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাইলট গ্রাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারণা সমন্বয় করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। পাইলট গ্রামসমূহে- অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষি, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ রক্ষা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা-এ চার ধরনের সমন্বিত কার্যক্রম থাকবে যেন অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামবাসীর মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দারিদ্র্যমুক্তিও ঘটে। একই সাথে, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথেও যেন গ্রামগুলি অভিযোজন করতে পারে। সংশ্লিষ্ট সংস্থা, মন্ত্রণালয়সমূহের সাথে কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে পাইলট প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য

নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে সারা দেশের নির্বাচিত ১৫টি গ্রামে পাইলট গ্রাম উন্নয়ন

ক্র.নং	প্রস্তাবিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন উদ্যোগ	সময়সীমা
১.	আন্তঃমন্ত্রণালয় আলোচনা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে পাইলট গ্রাম নির্বাচন, পাইলট গ্রামের কার্যক্রমসমূহ নির্ধারণ	আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি ও স্থানীয় সরকার বিভাগ	মার্চ ২০২০-জুন ২০২০
১.	পাইলট গ্রাম প্রকল্প প্রণয়ন এবং অনুমোদন	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	মে ২০২০-জুলাই ২০২০
১.	পাইলট গ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন		জুলাই ২০২০-জুন ২০২৩

‘আমার গ্রাম-আমার শহর’: নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প

নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের এ কর্মপরিকল্পনায় ৩০টি গাইডলাইন প্রণয়ন, ৩৬টি গবেষণা/সমীক্ষা প্রস্তাব এবং ৪৫টি নতুন বিনিয়োগ প্রকল্প রয়েছে। এ সকল গাইডলাইন প্রণয়ন, গবেষণা/সমীক্ষাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব তৈরি, মনিটরিং এবং বিনিয়োগ প্রকল্পের ডিপিপি তৈরির জন্য ‘আমার গ্রাম-আমার শহর: নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প’ নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় গাইডলাইন, গবেষণা/সমীক্ষা প্রস্তাব তৈরি, গবেষণা/সমীক্ষার মনিটরিং, বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের ডিপিপি তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রণীত এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধিভুক্ত সংস্থাসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং ও সমন্বয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি প্রতি তিনমাস অন্তর সভা করে ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ নির্বাচনী অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং করবে এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ বাস্তবায়নে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও সামগ্রিক মনিটরিং এর জন্য মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি থাকবে। উক্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের কর্মপরিকল্পনা পরীক্ষা, বাস্তবায়ন স্ট্র্যাটেজি ও অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয় মনিটরিং করবে।

অর্থায়ন

স্থানীয় সরকার বিভাগের এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত প্রায় ১,৫২,০০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। এর মধ্যে উন্নয়ন ব্যয় ১,৩৯,৩৪০ কোটি টাকা, সমীক্ষা/গবেষণা খাতে ব্যয় ৬০ কোটি এবং অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনুন্নয়ন ব্যয় (রাজস্ব) ১৫,০০০ কোটি টাকা। উন্নয়ন ব্যয়ের প্রায় ১৭ ভাগ অর্থ বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের কাছ থেকে পাওয়া যাবে। এর বাইরে দেশিয় নাগরিক ও অনিবাসী বাংলাদেশীদের কাছ থেকেও কিছু উন্নয়ন সহায়তা পাওয়া যেতে পারে।

‘আমার গ্রাম-আমার শহর’- নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে অর্থায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে-

- অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে ৬টি সভায় অংশগ্রহণ;
- বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সভায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহকে এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান;
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে আলোচনার জন্য বিদেশে প্রতিনিধি দল প্রেরণ;
- স্থানীয় সরকার বিভাগের এমটিবিএফ বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য অর্থবিভাগের সাথে আলোচনা;

সেক্টর	প্রাক্কলিত ব্যয় (বিনিয়োগ ও সমীক্ষা প্রকল্পসমূহ)					
	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪	মোট (কোটি টাকায়)
গ্রামীণ যোগাযোগ	১১,৭৩১	১৮,৯১১	২৪,০১৩	২৯,০৭৬	৩৬,৪৪০	১,২০,১৭০
গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন	৩০৩	৫৪০	১,৪২৮	৩,৬৭১	৩,৩১৭	৯,২৫৯
গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	১,৩৪৪	২,০০০	২,২৬০	২,৫৫৪	২,৬৮০	১০,৮৩৮
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	০	২৭২	৭১৫	১,৩৫৩	৮৬৫	৩,২০৫
কমিউনিটি স্পেস ও বিনোদন ব্যবস্থা	০	৭৯২	১,২৪৭	১,২৬৩	৮০৩	৪,১০৫
উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা (মাস্টারপ্ল্যান)	০	৩০	৩০	১,৪৯০	১,৮৫৫	৩,৪০৫
পাইলট গ্রাম প্রকল্প	০	১৫০	১৫০	১৫০	১৫০	৬০০
কারিগরি সহায়তা	২	১৮				২০
মোট	১৩,৩৮০	২২,৭১২	২৯,৮৪৩	৩৯,৫৫৬	৪৬,১১০	১,৫১,৬০২

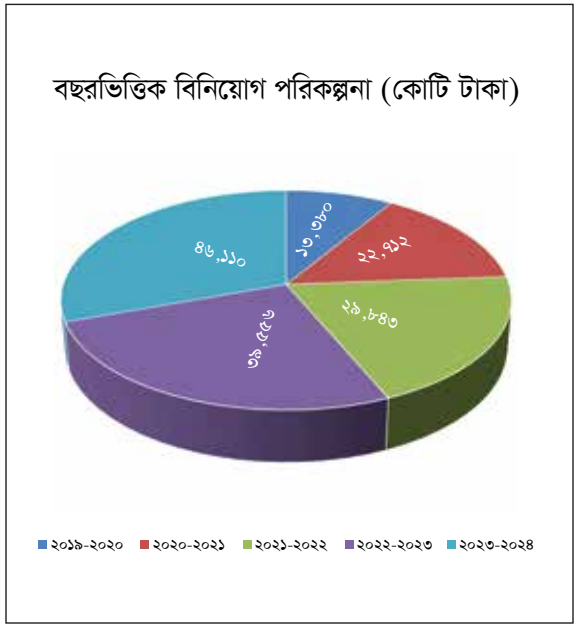

পরিশেষে বলা যায়, এ কর্মপরিকল্পনা বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ-বাস্তবায়নে কর্মসহায়িকা হিসেবে কাজ করবে। সমন্বিত এ কর্মপরিকল্পনায় এর পটভূমি, লক্ষ্য, সময়বদ্ধ কর্মসূচি, নীতি সংশ্লিষ্টতা, কর্মদায়িত্ব ও কৌশল তুলে ধরা হয়েছে। নগরের আধুনিক সুবিধা গ্রামে সম্প্রসারণে করণীয় ও নির্দেশনাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও অধিদপ্তসমূহকে এগিয়ে আসতে হবে। এটির যথাযথ বাস্তবায়ন উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিবে, যা চূড়ান্তভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

‘আমার গ্রাম-আমার শহর’: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ

মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার প্রস্তাবিত কার্যক্রম এবং সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রসমূহ

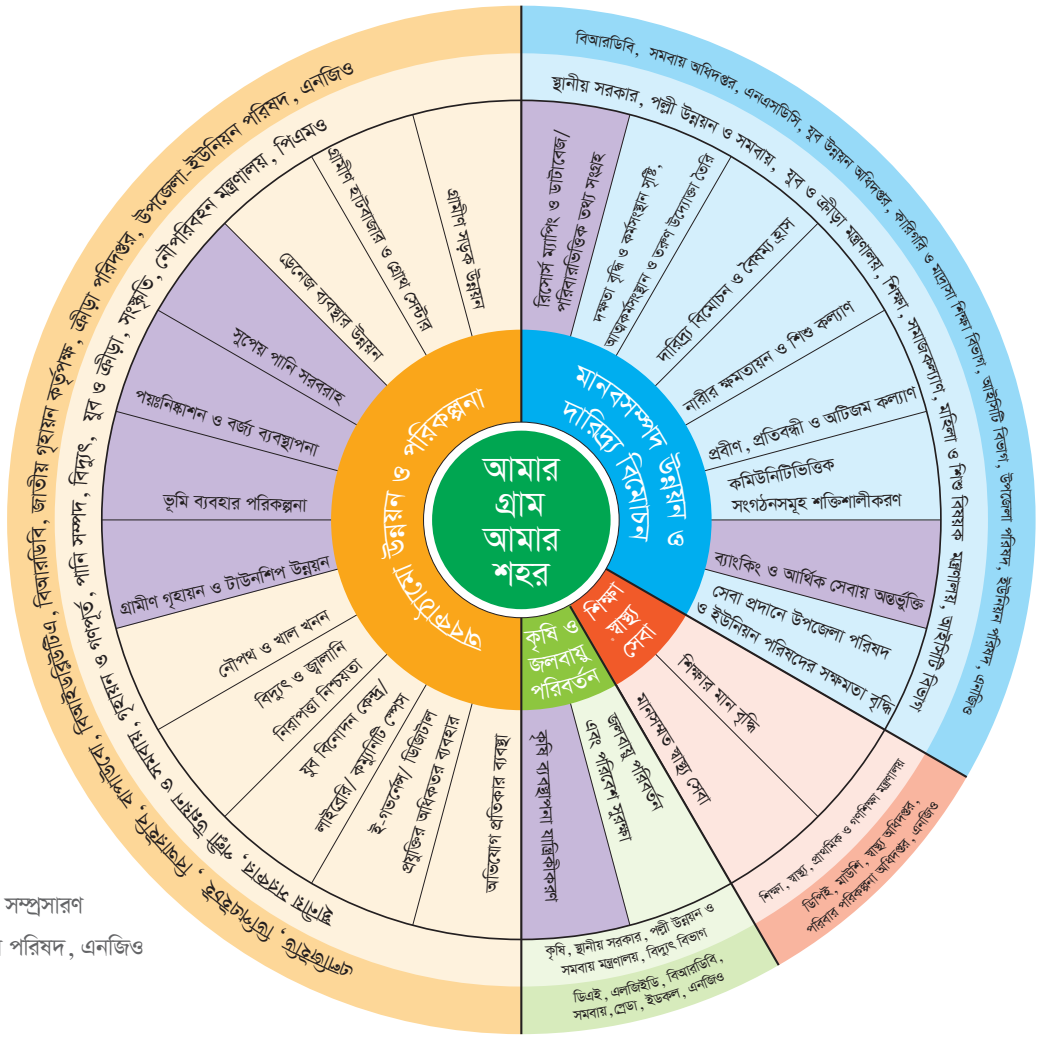

পাইলট হিসেবে বাস্তবায়ন, পরে সম্প্রসারণ

২০টি সংস্থা, উপজেলা-ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিও

১৪টি মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়